

# চাচা চৌধুরী আর রাবকা

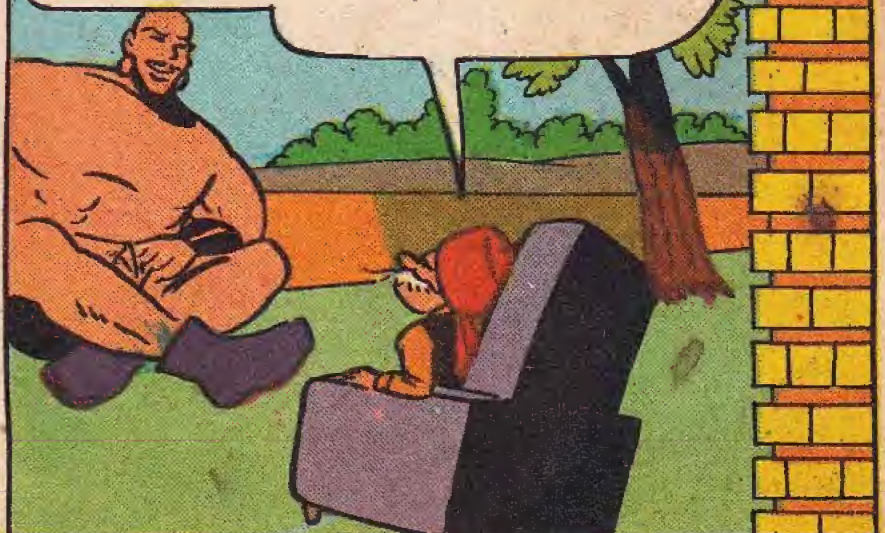
চাচাজী আমি এত বছর যাবৎ  
পৃথিবীতে আছি। আমি দেখলাম যে  
পৃথিবীর এই ভারতবর্ষের অংশটা পৃথিবীর  
অন্য অংশের ই উরোপীয় দেশগুলির  
থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।



সাব্ব একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশ  
ইউরোপীয় দেশের চেয়ে বিজ্ঞান ও শিল্পকলায়  
অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু আজ নিজেদের  
ভেড়াভেড়ের ফলে আমাদের দেশ উন্নতির  
দৌড়ে পিছিয়ে  
পড়েছে।



প্রাচীনকালে আমাদের দেশেই প্রথম পুস্তকরথ  
তৈরী হয়েছিল এখন পশ্চিমী দেশে যাকে এরোপ্লেন  
বলে। রামায়ন ও মহাভারতের যুদ্ধে অগ্নিবানের  
প্রচলন ছিল, এখন রশ ও আমেরিকা যাকে  
ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল বলে





প্রাচীন ভারতের মেই মব মহান বৈজ্ঞানিকরা  
যারা এই সমস্ত অতুলনীয় জিনিষ আবিষ্কার  
করেছিলেন তাঁরা আজ কোথায়?

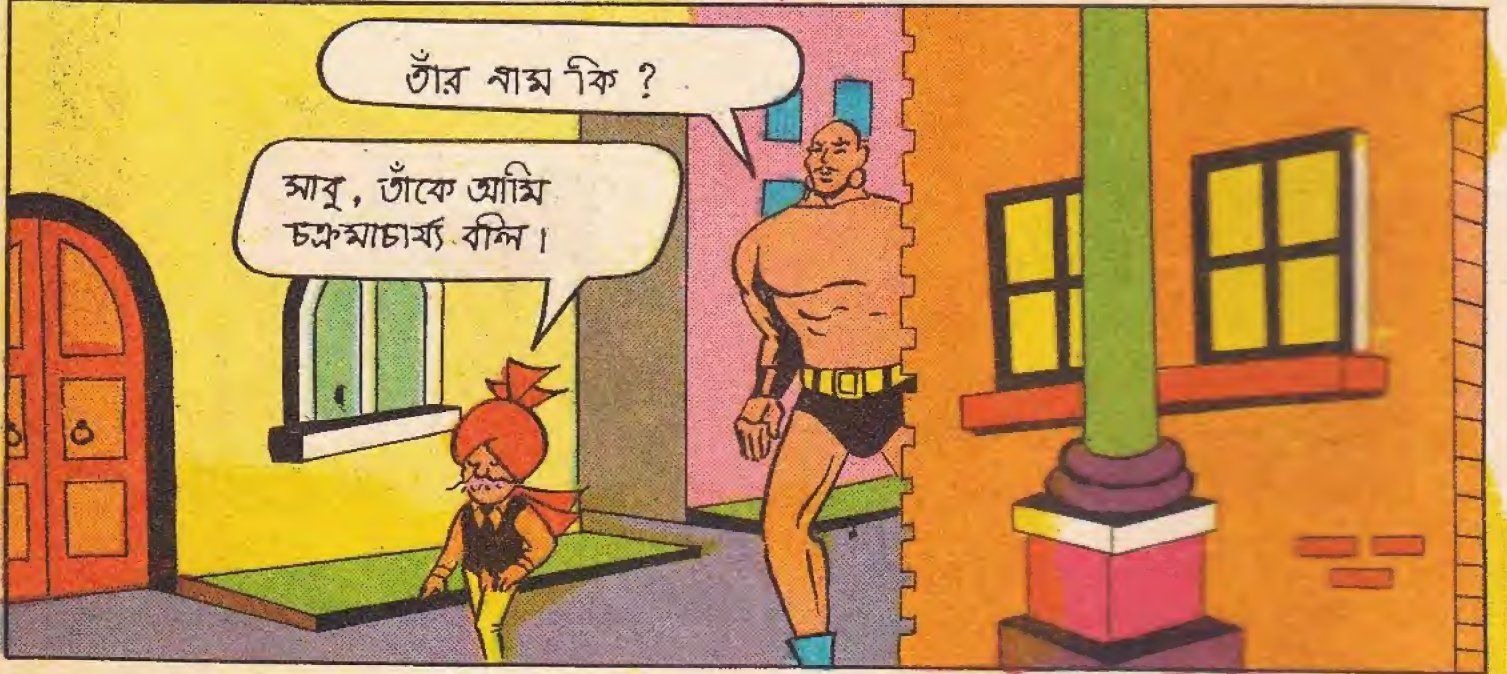


তাঁরা সবাই ইতিহাসের পাতায় লুপ্ত  
হ'য়ে গেছেন কিন্তু ভারতে এমনও  
এমন একজন আছেন যিনি নিজেই  
নিজের উদ্ধারন। এমো তাঁর সঙ্গে  
তোমার আলাপ করিয়ে দিই।



তাঁর নাম কি?

সাবু, তাঁকে আমি  
চক্রমাচার্য বলি।



চক্রমাচার্যের ডবন।

চক্রমাচার্য তাঁ বাড়ি আছেন?

চৌধুরী চলে  
এমো।



সাবু  
মাথা বাঁচিয়ে।







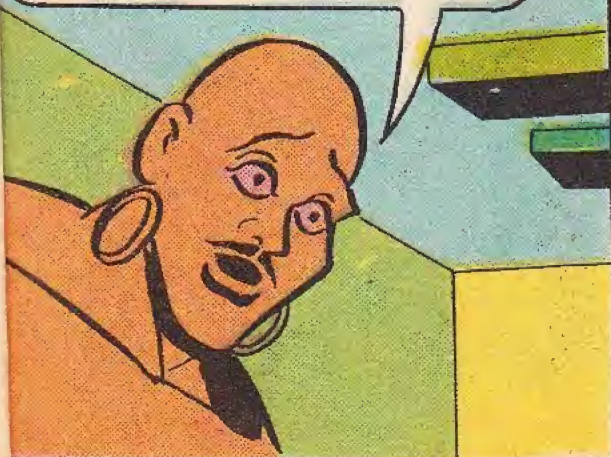
হ্যাঁ আমি পাঁচ বছর এখান থেকে দূরকারি জড়িবুড়ির ঘোড়ে উদ্ধাও হয়েছিলাম। সেই সব জড়িবুড়ির জন্য আমি শিমানয়ের পর্বতের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরি করছিলাম।



এর আগে স্বয়ং ১৪৫০ সনে ঐতিহ্যবাহী অশুষ্ক হয় তখন তাঁর ওষুধের জন্যও আমাকে ঐসব জঙ্গল থেকে জড়িবুড়ি আনতে হ'য়েছিল।



১৪৫০ সনে?? তখন আচার্য্যমহাশয় কি জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

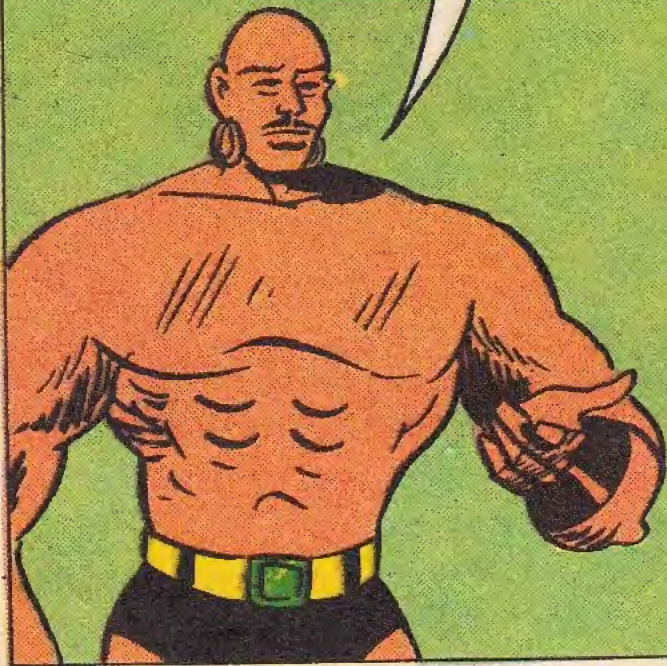


আবু, চক্রমাচার্য্যজীর বয়স সাড়ে তিনশ' বছরেরও বেশী।





অসম্ভব! পৃথিবীতে কোনও মানুষ এতবছর  
বৈচে থাকতে পারে না। হ্যাঁ আমাদের  
জুপীটারে মানুষ হাজার বছর বাঁচতে পারে।



আবু জুপীটার প্রহর লোক।

আবু, চক্ষুমাচাও নিত্যনতুন  
জিড়িঝুটির খোঁজে থাকেন। জনি  
এমন সব গাছশাছড়া খুঁজে  
বার করেছেন যার থেকে পান  
করে উনি দীর্ঘায়ু হতেছেন।



এই চ্যাম্পা লোকটাকে এটাও  
বলে দাও যখন লক্ষন মুছিত হয়ে পড়ে  
তখন এই সব জিড়িঝুটির গন্ধ খুঁজে  
মে দাঁড়িয়ে ওঠে। আমাদের এই সব  
দেশীয় জিড়িঝুটির গুণ অপরিণীম।



একে ক্ষমা করুন বৈদ্যরাজ।  
হ্যাঁ বসুন এবার আপনি হিম্মানয়ে  
কি পেলেন?





এইবার হিমান্নয়ে অদ্ভুত কিছু  
কিছুটা জোড়া করে এনেছি, আর সেই  
সমস্তাংশিয়ে আমি এক আরক  
তৈরী করেছি।



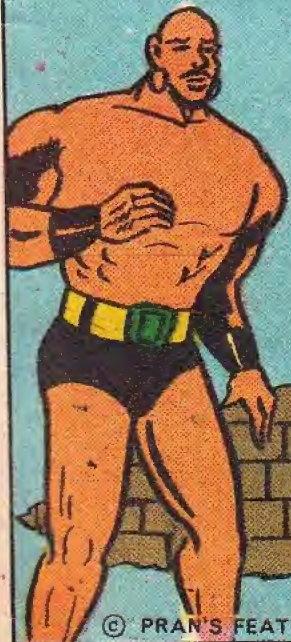
এ আরক কি যদি কশি  
সারবে?



চৌধুরী এই মারু খানি বড় বড় করছে।  
আমার রাগ হ'লে ওকে এমন এক ওষুধ  
শৌকনো যে ও বোবা হ'য়ে যাবে।



আরে অশদার্ষ! যদি কশির জন্য  
মুদিহানার যাঁচি মধুই তার  
জন্য যথেষ্ট, তার জন্য হিমান্নয়ে  
স্বরে করতে যাব কেন আমি।



আমার এই অদ্ভুত আরক পৃথিবীর  
আর কোথাও তৈরী হয়নি।



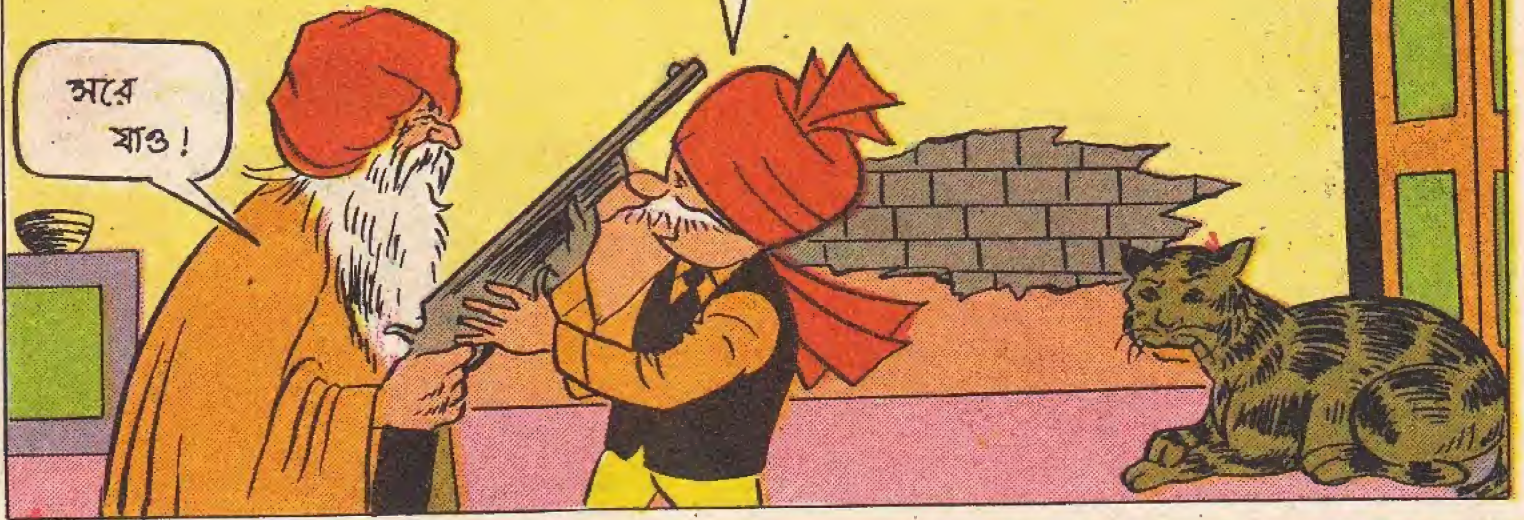






কি করছেন! আমি ওকে গুলি করতে  
দেবনা। ও মরে যাবে।

মরে  
যাও!



আশ্চর্য গুলি  
দেয়েও ও  
বঁচে আছে।



আচার্য মহাশয়  
বন্দুকের গুলিটা  
আমল ছিল তো?

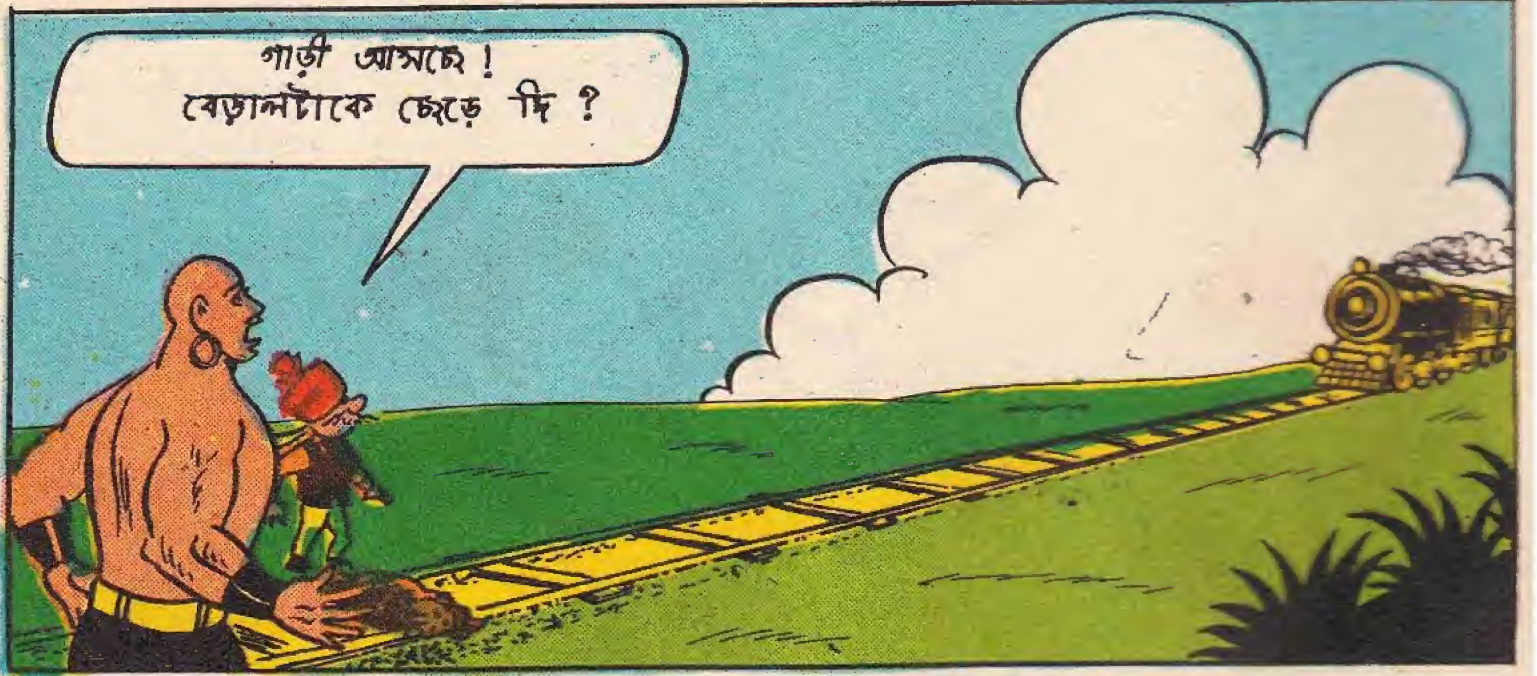
ভুই  
আবার বক্ছিল।



তার মানে ভুই আমার আশ্চর্য আর  
জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল।  
ঠিক আছে।













আম্মার তৈরী এই আরক মানুষ জাতির পক্ষে খুব  
লাভজনক হবে, এর কয়েক ফোটা পেটে গলেই যে কোনও  
অসুস্থ মারবে এমন কি মৃত্যু থেকেও বাঁচবে।



আচার্য্য! আপনি মানুষ জাতিতে একটা বিরাট  
বিপদের সাক্ষ্যে ফেলেন দিলেন।



সেটা  
কি করে?



যদি আপনার এই আরক  
কোনও অপরাধ প্রবণ  
লোকের হাতে পড়ে  
তাহলে তার ফলাফল  
কি হবে জানো?



হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি এই আরক পান করতেই  
তার মৃত্যু হয় থাকবেনা, আর সে আরও  
বেশী অপরাধ করবে।









শুভ্র রামধীন পুলিশ সুপার ইন্টেনডেন্টের অফিসে.....

কি হে রামধীন  
কি খবর এনেছ?

দুজুর! জ্বর খবর আছে। কিন্তু ডয় হয় যে  
মুখ থেকে বার করলেই প্রানটাও না  
বেরিয়ে যায়।

ডয় পেয়ো না রামধীন, পুলিশের  
সব সাহায্য ছুটি পাবে।

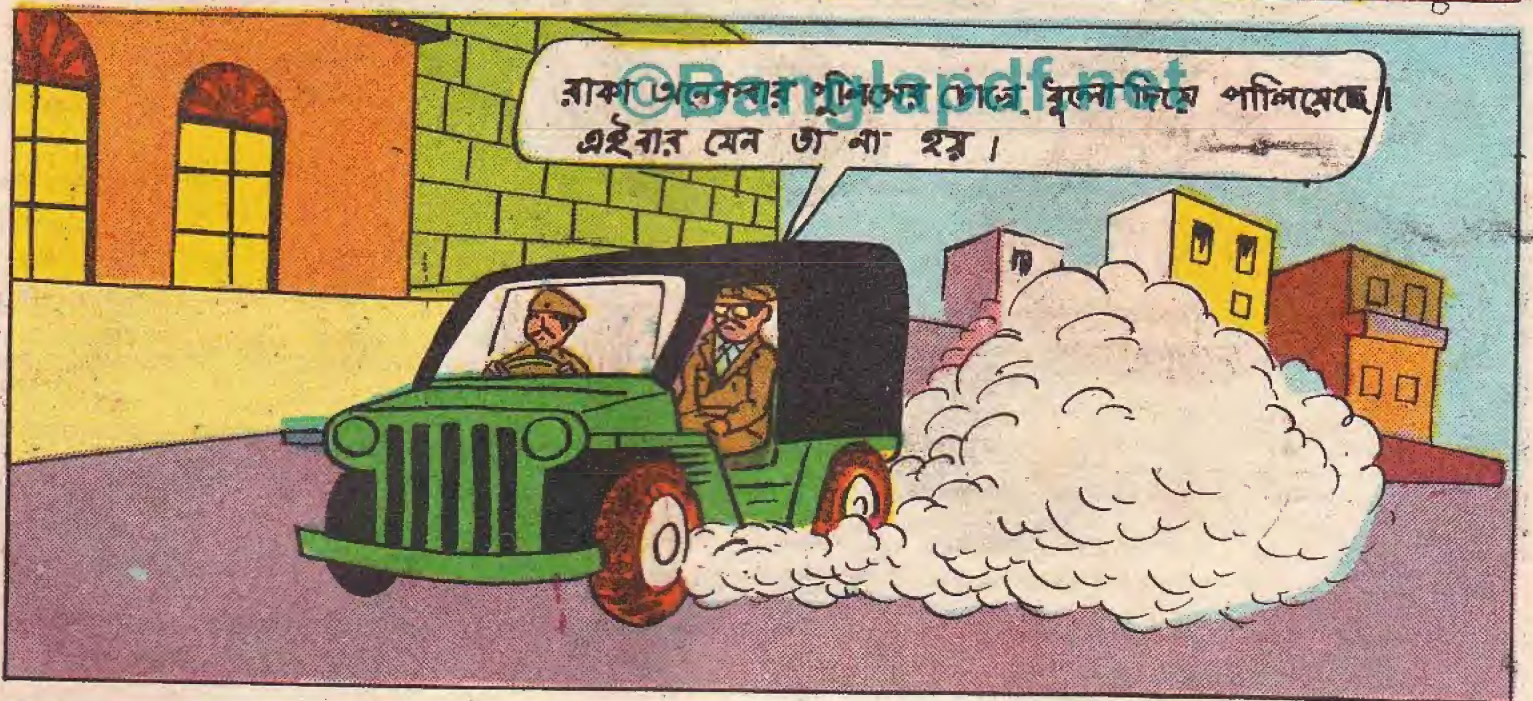
দুজুর আমি এই ছাত্র ডাক্তার  
রাগকে দেখেছি।

রাকা !! কোথায় !!

দুজুর! নর্ডকী  
মুখীরাই যের কোমায়।

পুলিশ স্টেশন







মুন্সীবাই



রাগা! পুলিশ!



চলি মুন্সীবাই, বেঁচে থাকলে  
আবার দেখা হবে।



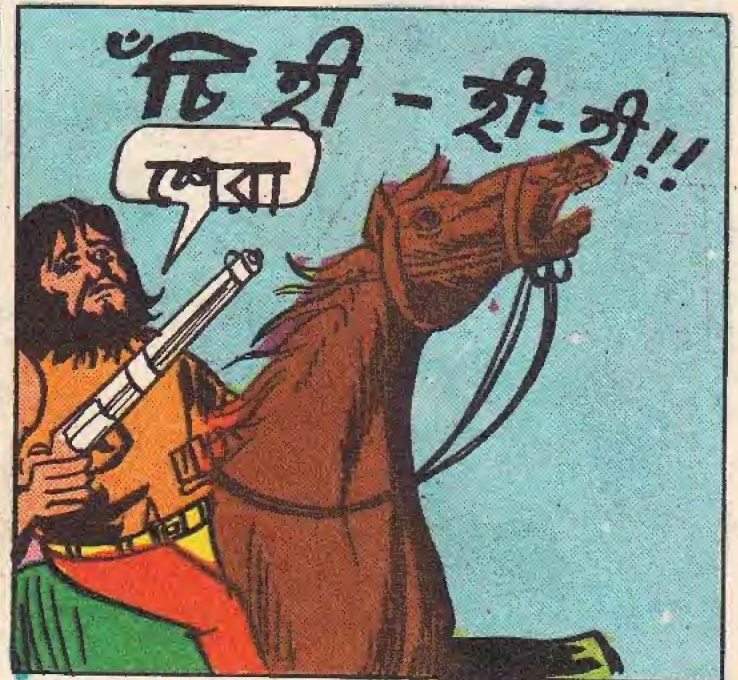
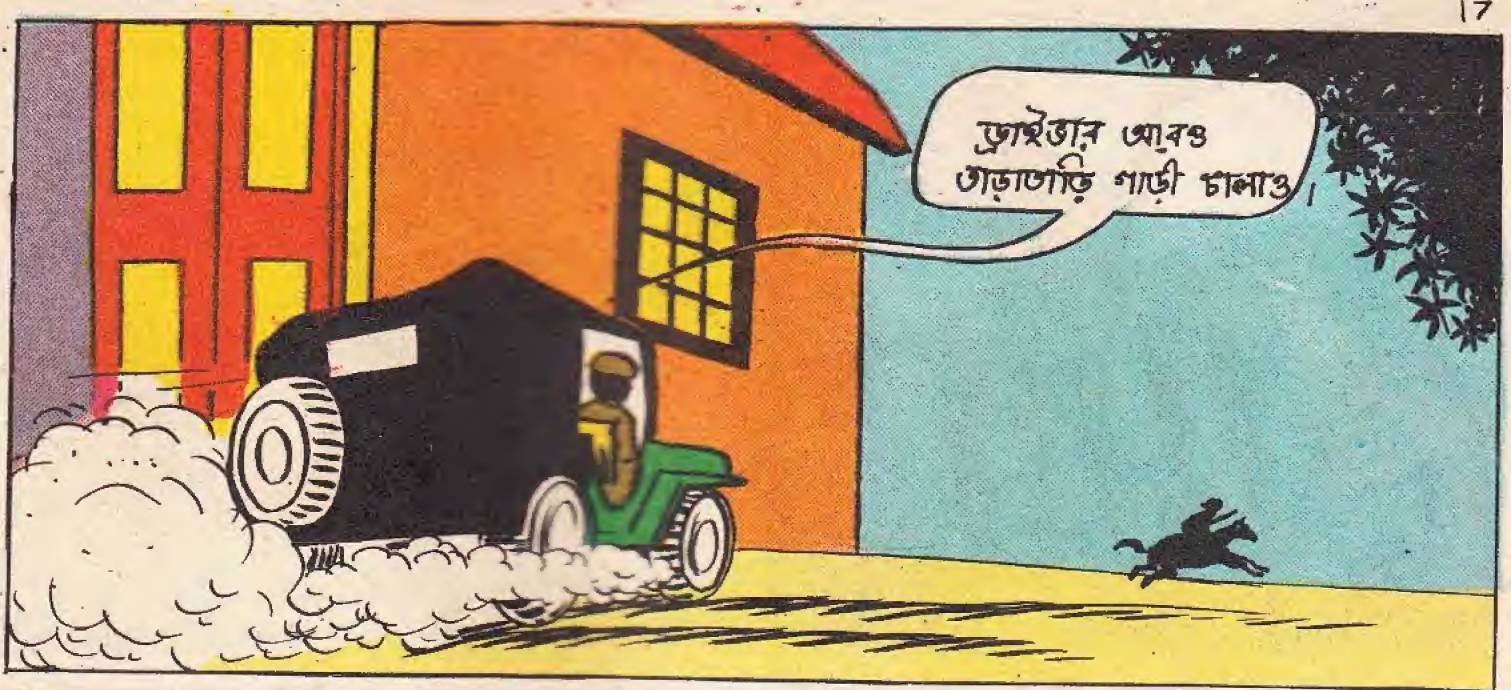
















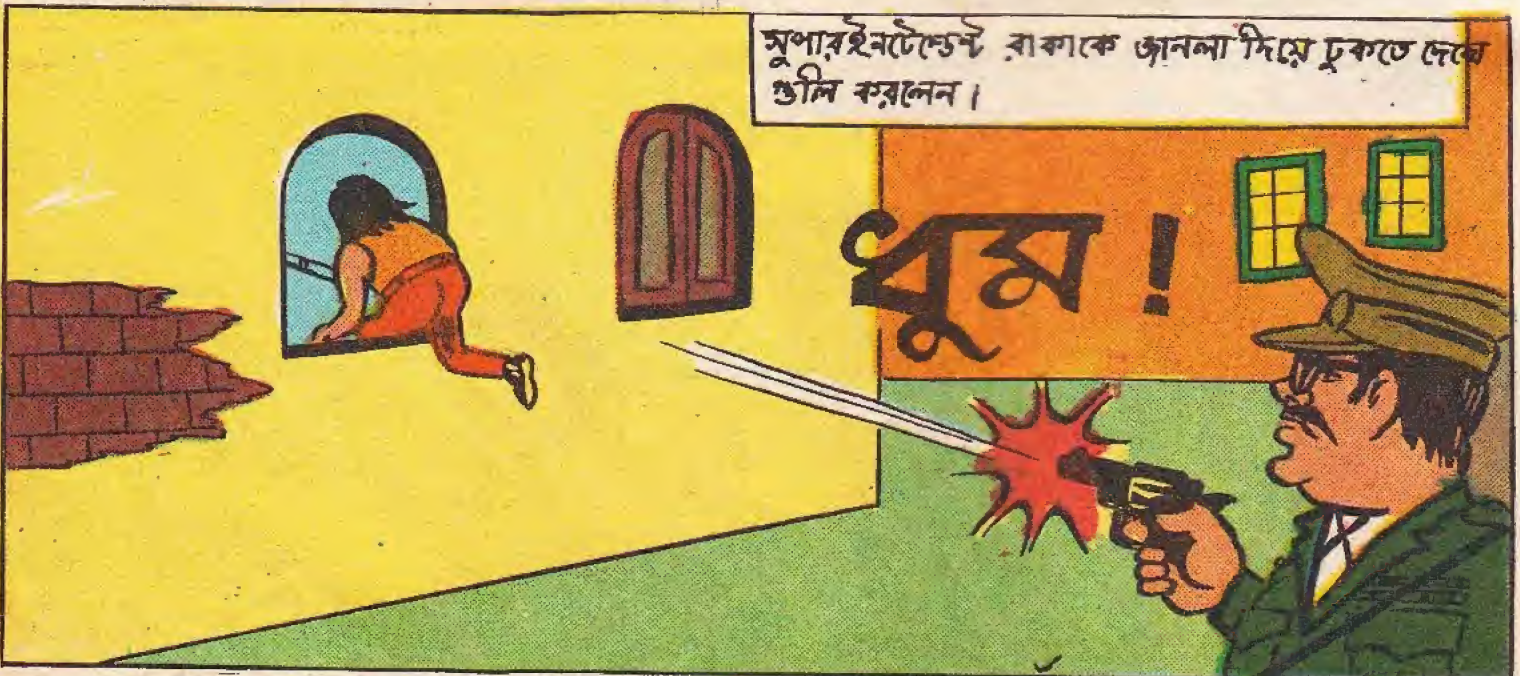
ও এদিকেই কোথাও লুকোবার  
চেষ্টা করছে এমন আমার সাথে।



রাবণ লুকোবার  
জায়গা খুঁজতে থাকে।



এই শুকনো কুড়িরাটি শুকনো পুড়িয়ে রাখা  
মিউজিয়ামের দর একদিনে সারাবার ঝামেলা  
রাখে।



সুপারইনটেন্ডেন্ট রাবাকে জাননা দিয়ে ঢুকতে দেবে  
শুনি করলেন।

ধুম!











ও:হো:!

টিক-টিক!

সেপাইরা! বাকার দিক থেকে শুলি  
আমা বন্ধ হইয়ে গেছে, মনে হচ্ছে ওর  
কারতুজ খতম হইয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে  
এলিয়ে যাও।



ওহ! ওরা আমাকে ঘিরে ফেলেছে, কিন্তু বাকাকে  
জ্যান্ত বঁরা অত সহজ নয়।

এই বিষটুকু যথেষ্ট। পুলিশের হাতে  
বঁরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা  
অনেক ভাল।







পুলিঙ্গ এসে আমাদের নাশই পাবে। লোকে বলবে  
যে রাকা বীরের মত জীবন কাটিয়েছে এবং  
বীরের মত মরেছে।



আরে! আমার শরীরের মধ্যে যেমন  
অস্থিরতা ঘটেছে! রাতপেয়ার বেড়ে গেছে।  
গাউগুলো মোচড় দিচ্ছে। বোঁদ্বয় মৃত্যুর নক্ষত্র



আরে! একগী!





ম্যার! দেখুন রাব্বা!

হে ডগবান, আমি  
স্বপ্ন দেখছি না তো?

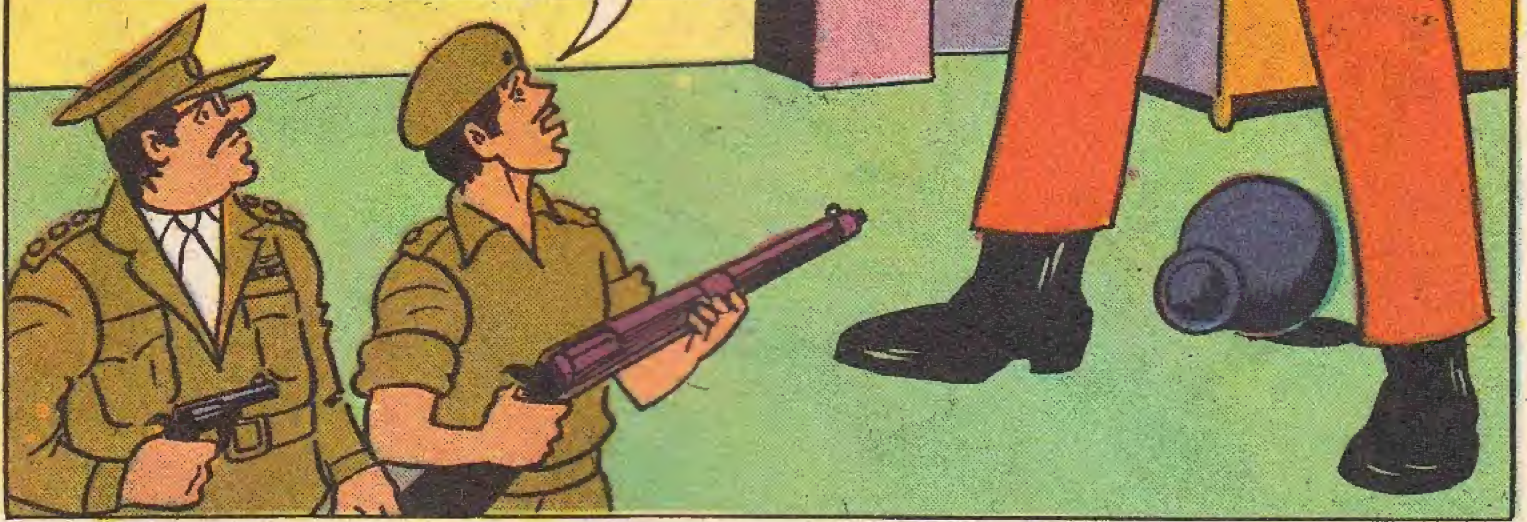


সেপাই রা-যাই হোক  
এই হিংস্র ডাকাতটাকে  
গুলি করে উড়িয়ে  
দাও।





আমি মমন্ত গুলি ক্যাটার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম  
অথচ ওর কোনও চোটও লাগলো না আর রক্তও  
পড়লো না।



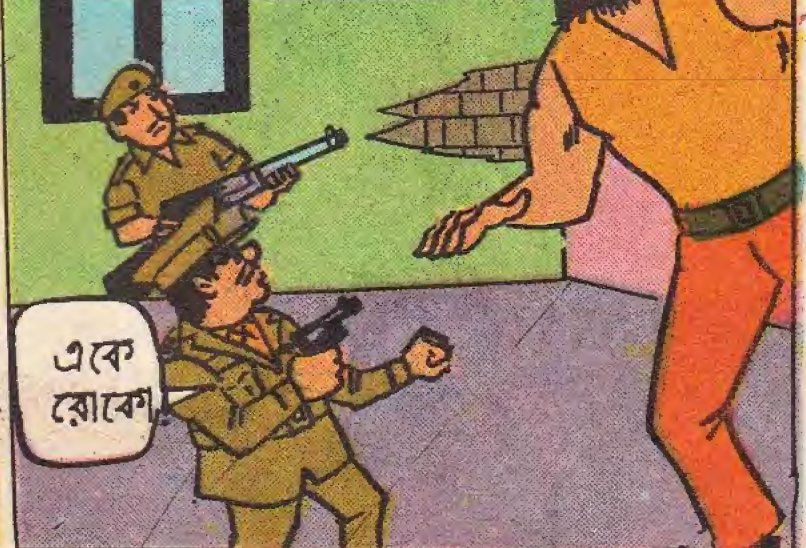
এই মমন্ত গুলি কারসাজীতে ও আমাকে  
বিচলিত করতে পারবেনা। আমি এখন  
ওর বক বাঁধা করে দিচ্ছি।



আরে! এত গুলি আবার  
পরেও আমি বেঁচে  
আছি?

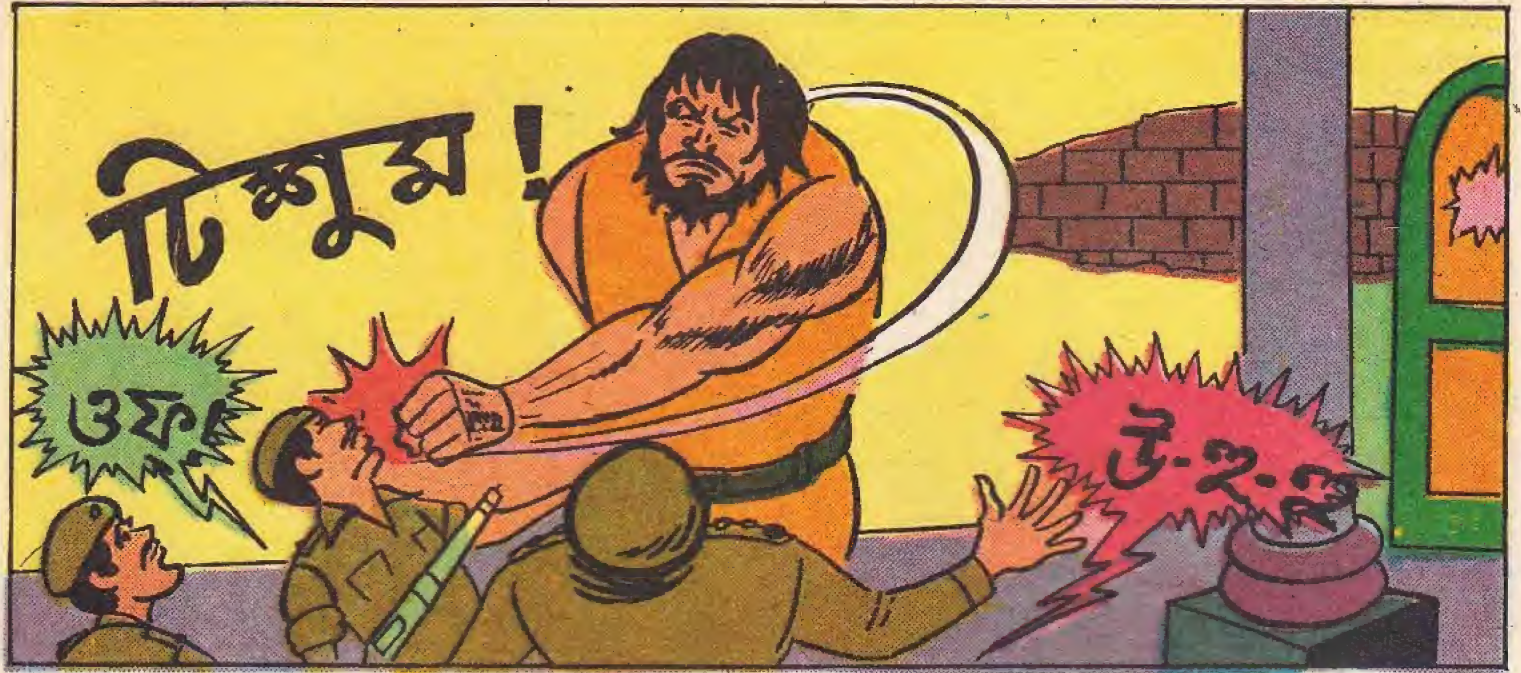


গেছরা আমার কিছুই করতে  
পারবেনা। পিছনে হটে যাও।



এক  
রোকে













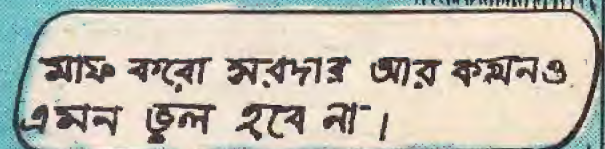




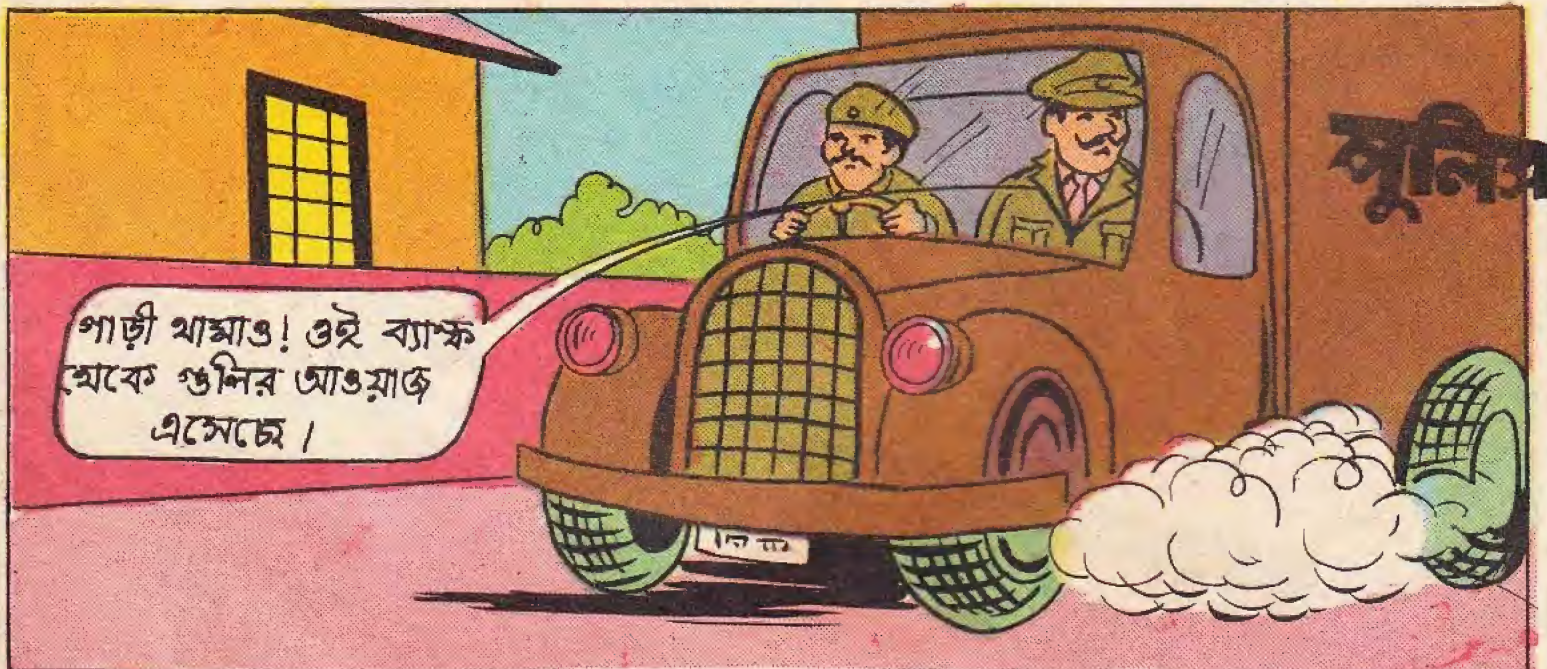




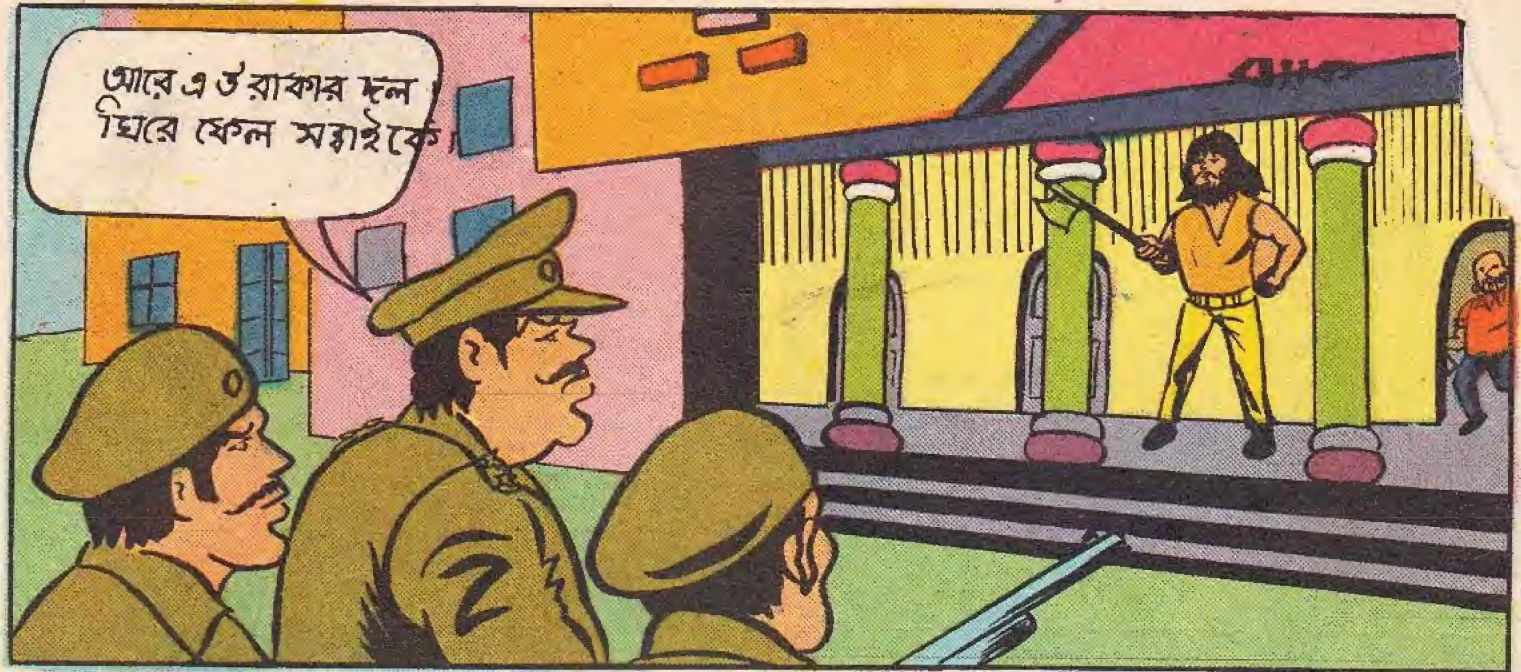














কি? আমার সব সাথীদের ঘেয়ে ফেললো!

রাবণ তুমি আমার কাছে  
আত্মসমর্পণ কর নয়তো তোমার  
অবস্থাও তোমার সাথীদের মতো  
হবে।

ইন্সপেক্টর! আমি তোমার আশা  
গাড়রের মতো বগটতে আসছি।

রাবার পা বাড়াবার  
আগেই ইন্সপেক্টর  
গুণিহুঁহু শুরু করে দিলে

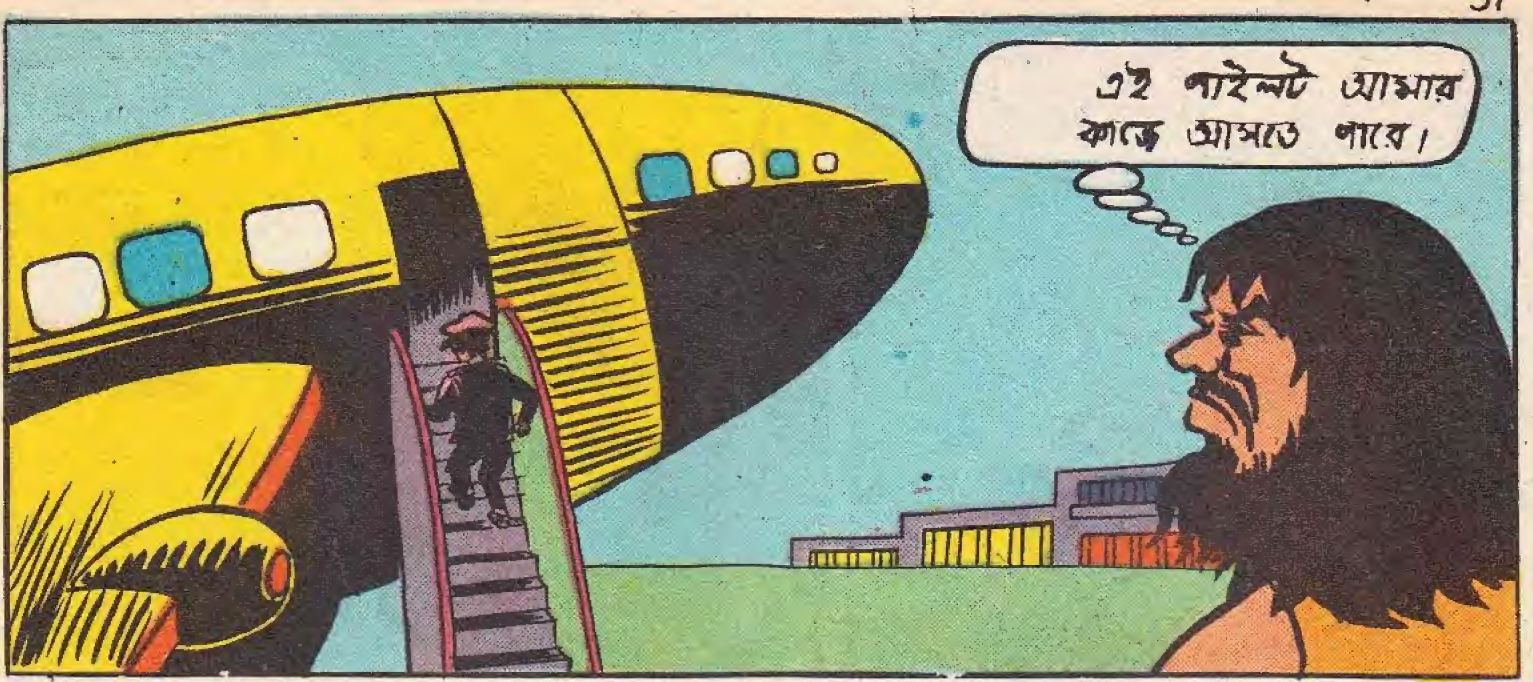














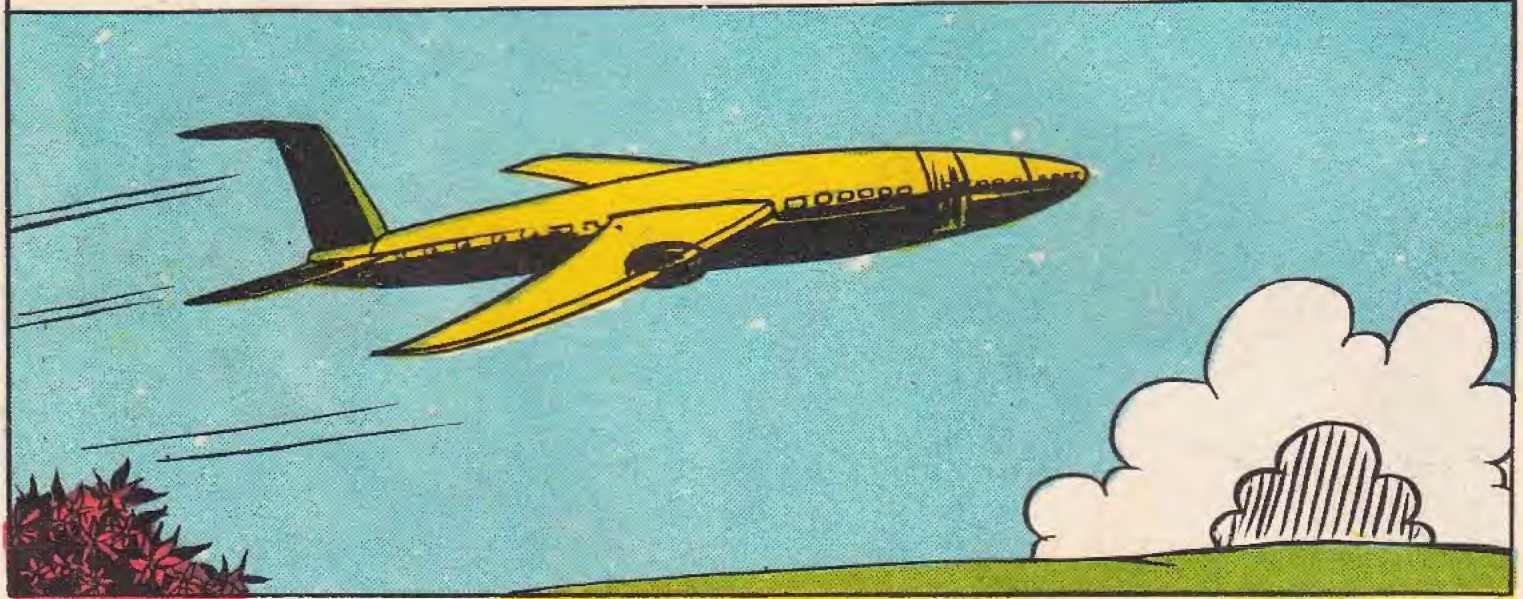
ওহো! এত নোট! এহ সব নোট কি আমায়!



নম্রু! তুমি আমতে  
পার তবে হ্যাঁ মাথা  
নিচু করে ঢুকো।



তারপর এরোপ্লেন বাকাকে নিয়ে আকাশে উড়ে চলল!



তুমি এত সব দেশে যেতে চাও কেন?

আমি দিবি্য করেছি  
যে প্রত্যেকটা দেশের  
প্রায় এক হাজার লোককে  
আমি স্বতম করব।



মনে হচ্ছে  
তুমি সেই ডাক  
বাক, নয় কি?

ঠিক চিনেছ, পাইলট!  
আমি লোকগুলোকে মারবো  
আর তুমি টাকা পুটবে

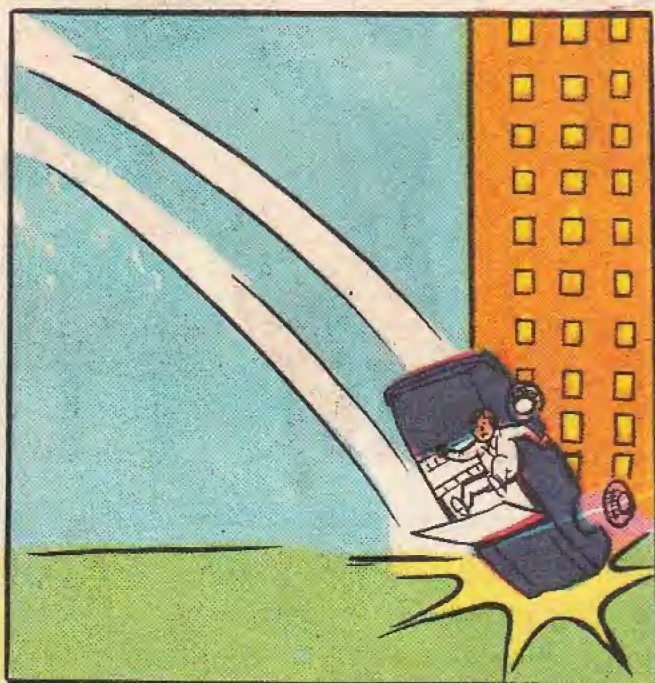








রাবগ গাড়ীটাকে  
পুরো জোরে ছুড়ে  
ফেলানো।





দেখছি কে ডাকে ফায়ার ব্রিগেড কে ?

হাতাক

ওঃহে

নিউইয়র্ক পুলিশ

এই লোকটা অত্যন্ত হিংস্র !  
আরও ক্ষয়ক্ষতি করার আগেই  
একে একেবারে শেষ করে  
দাও ।

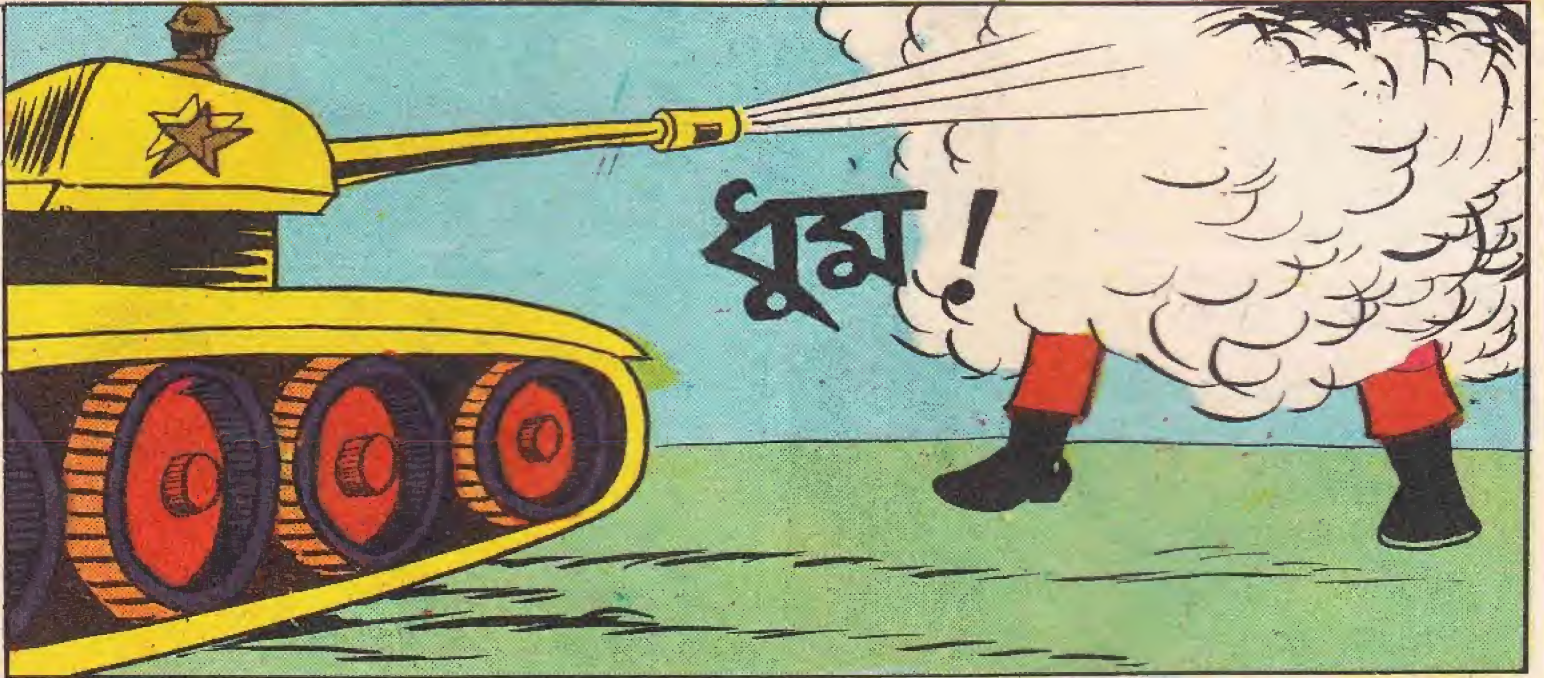
ধুম!  
ধুম!

গুলিতে ওর কোনও  
ক্ষতিই করতে পারাচ্ছেনা।

এই সব আমেরিকার  
বিক্রমে রুশের  
কোনও সড়যন্ত্র !  
ট্যান্ডার  
আনো !



মুর্খ আজ'তোর পাগলামীর শেষ হবে।  
আমেরিকান ট্যাঙ্ক যুদ্ধের ময়দানে  
পুরো ব্যাটেলিয়ন ধ্বংস করে  
এমেছে।



অসম্ভব! আমার ট্যাঙ্কের গোল  
ফাটবে নাগার পরেও স্নে বেঁচে  
থেকেছে, আজ পর্যন্ত তা হয়নি।

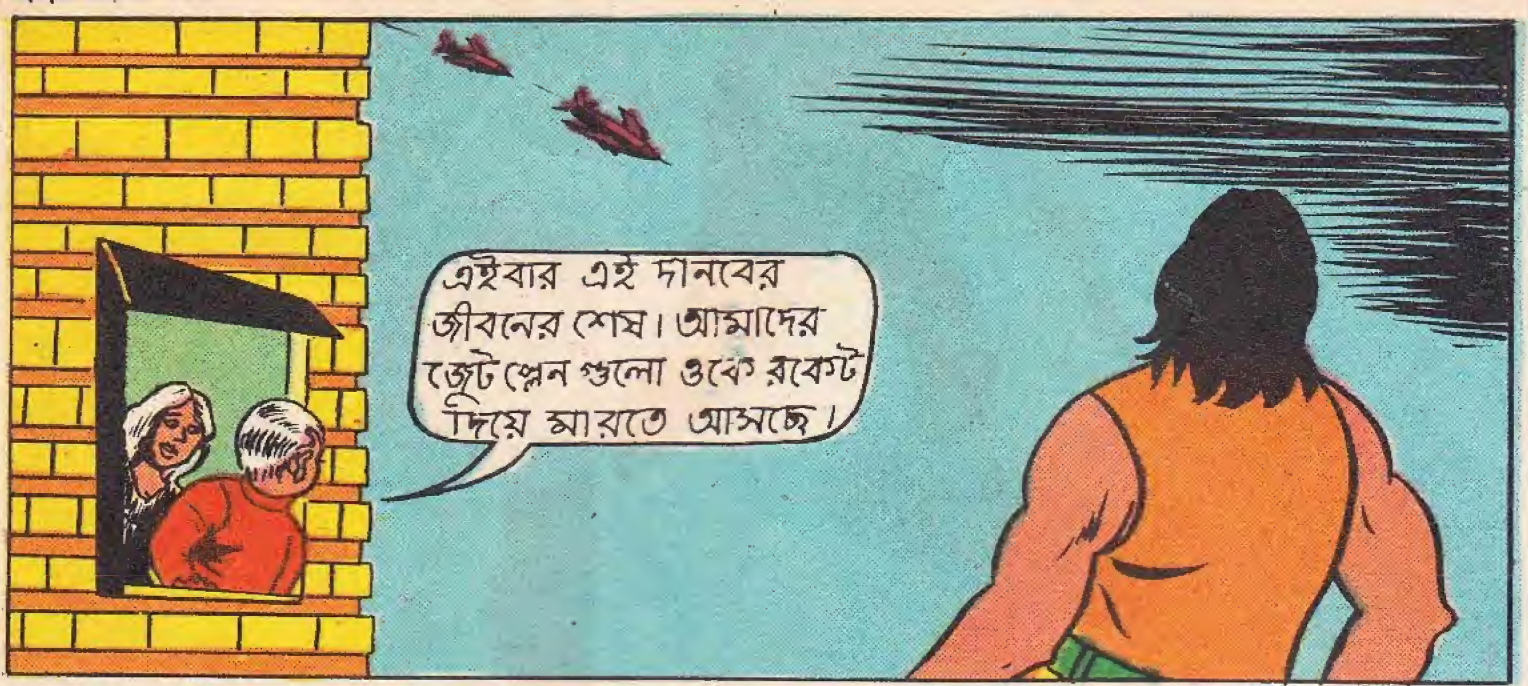
ছুঁচো! এবার  
আমার পাল্লা।











এইবার এই দানবের  
জীবনের শেষ। আমাদের  
জুট প্লেনগুলো ওকে রকেট  
দিয়ে ছারতে আসছে।



বুম-বুম-বুম!!



তারপর শুরু হলো বোমাবর্ষণ



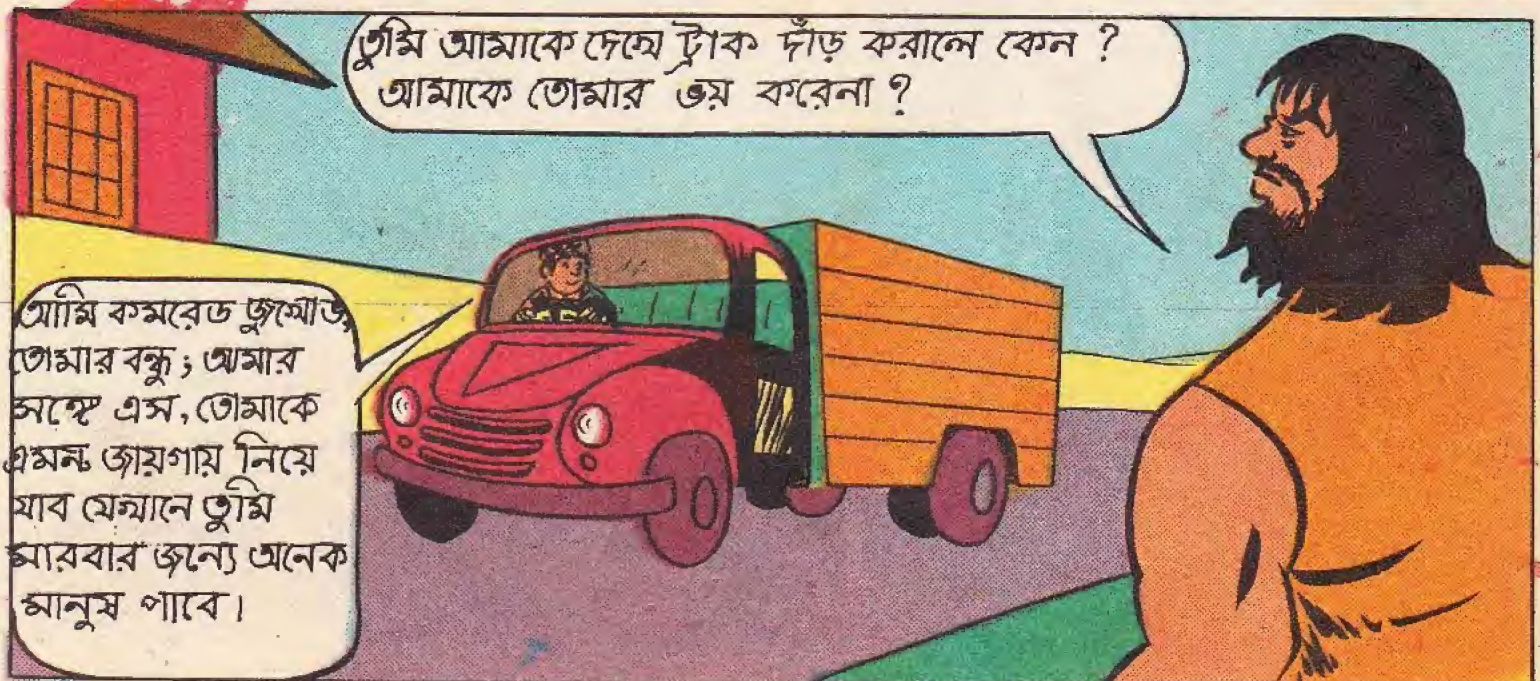
হে ডগবান!  
এলোকটা কি দিয়ে  
তৈরী?

ওর গায়ে কেশনও  
আঁচড়ও নাগালো  
না।

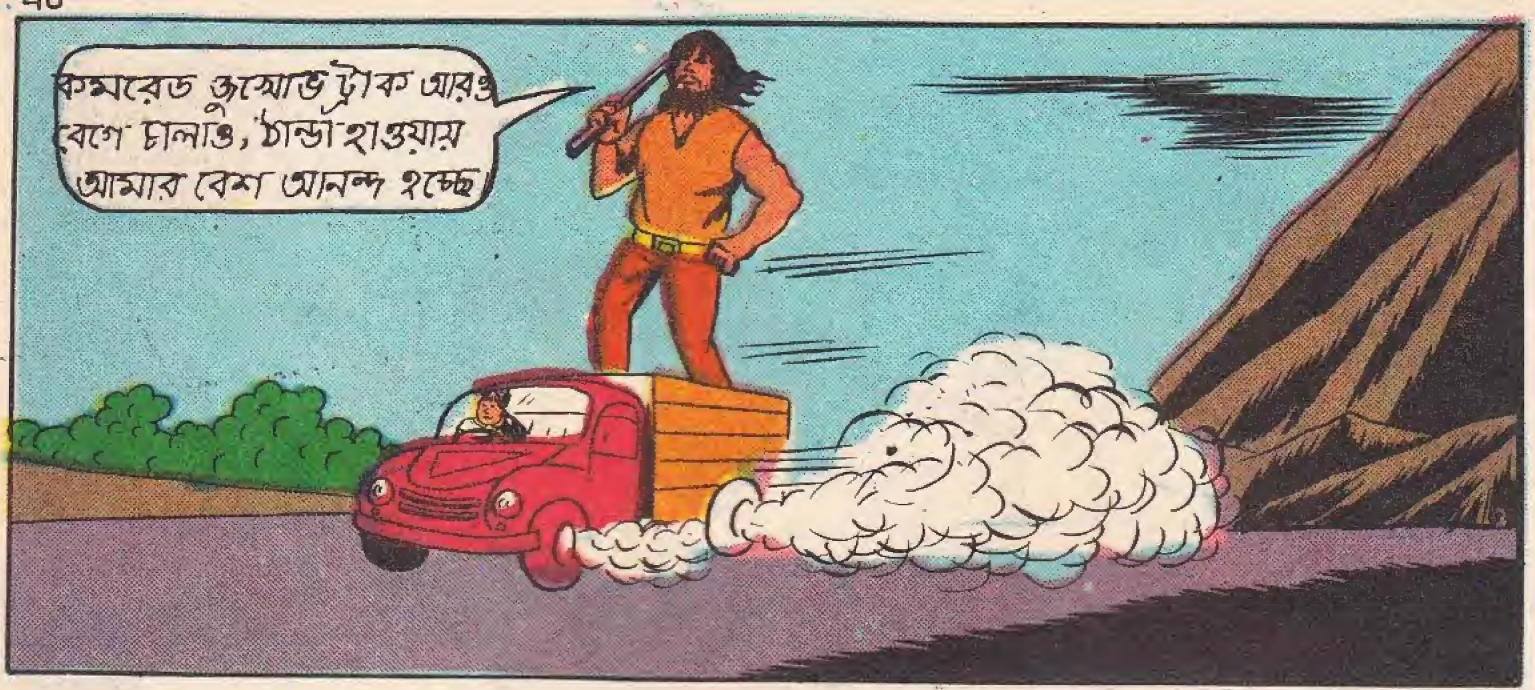


সমস্ত ফ্লাগে রক্ত বইয়ে অন্য দেশে  
রওনা হ'ল।

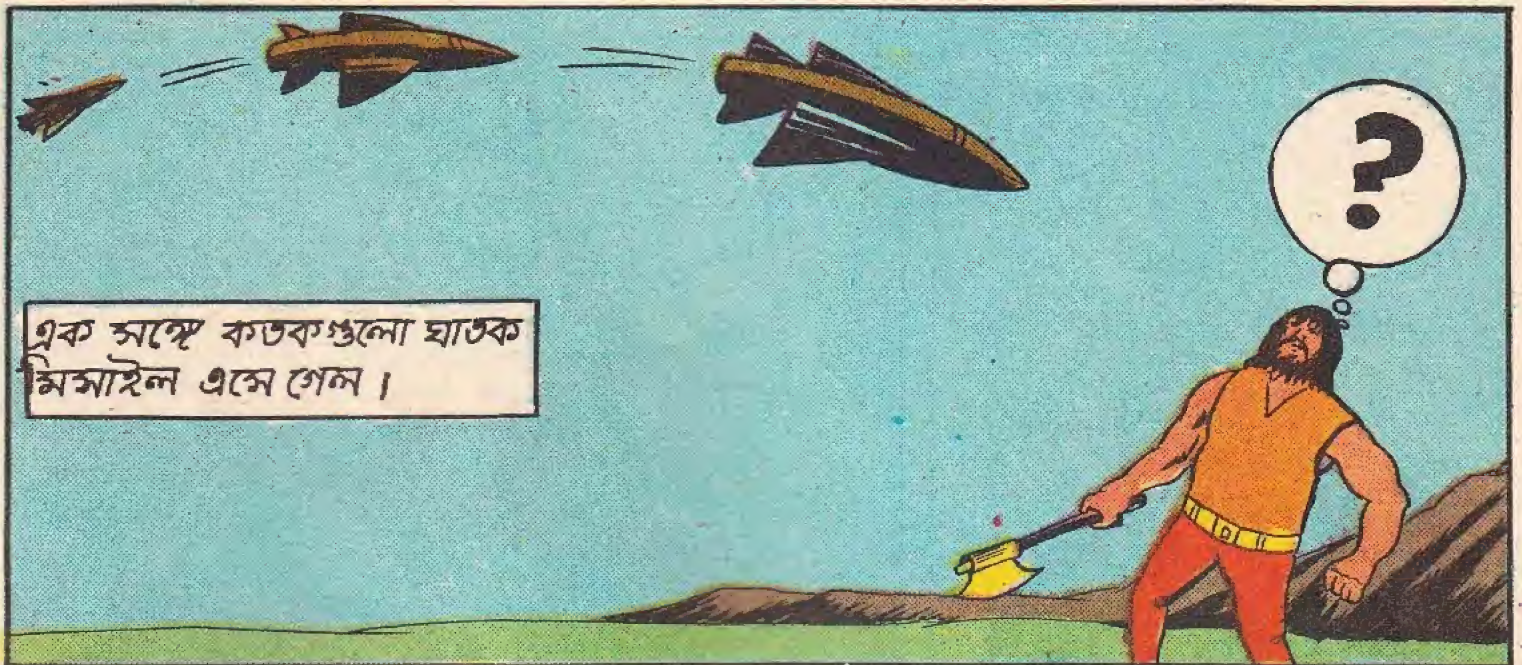












এক ক্ষেপণ বতকগুলো ছাতক  
মিসাইল এসে গেল ।



মল্লত আহিবোরায় মেন একসঙ্গে অনেক  
আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ল



রুশ-উফেন্স হেড কোয়ার্টার ....

কি?  
অসম্ভব!



যখন বিশ্বের  
মব দেশরাকার  
অত্যাচারে গ্রাহি-  
গ্রাহি করছে তখন  
সংযুক্তরাষ্ট্রসঙ্গে  
আপঃবল্লীন  
অধিবেশন  
ডাকা হ'ল ।



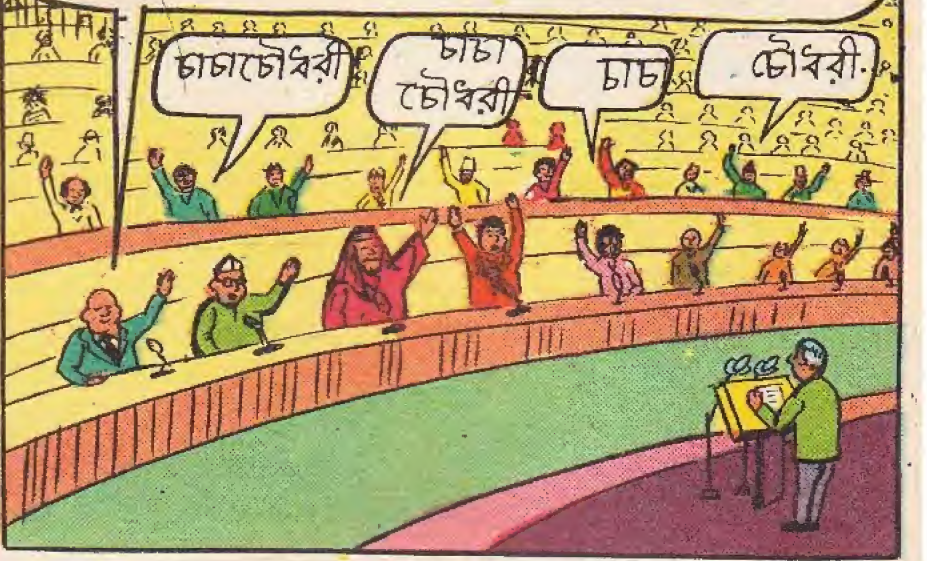
বঙ্গবান! এই বৈঠক কোন দুই দেশের যুদ্ধ  
বিরতির জন্য ডাকা হয়নি বরং অসম্মান  
মানব জাতিকে এমন এক সংকট দিনের  
অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য ডাকা  
হয়েছে যার ইতিহাসে কোনও নজীর নেই



রাক্ষা এমন এক ব্যাক্সার, যাকে  
প্রশুনি শেষ না করতে পারলে ও সমস্ত  
মানব জাতিকেই শেষ করে দেবে। কিন্তু  
প্রশ্ন হচ্ছে যে কে ওকে মারবে?  
আমাদের সমস্ত অস্ত্রই ওকে  
মারে কিন্তু হয়নি।



এই সমস্যার সমাধান একমাত্র একজনই করিতে পারে,  
হচ্ছে চাচাচৌধুরী যার বুদ্ধি কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।



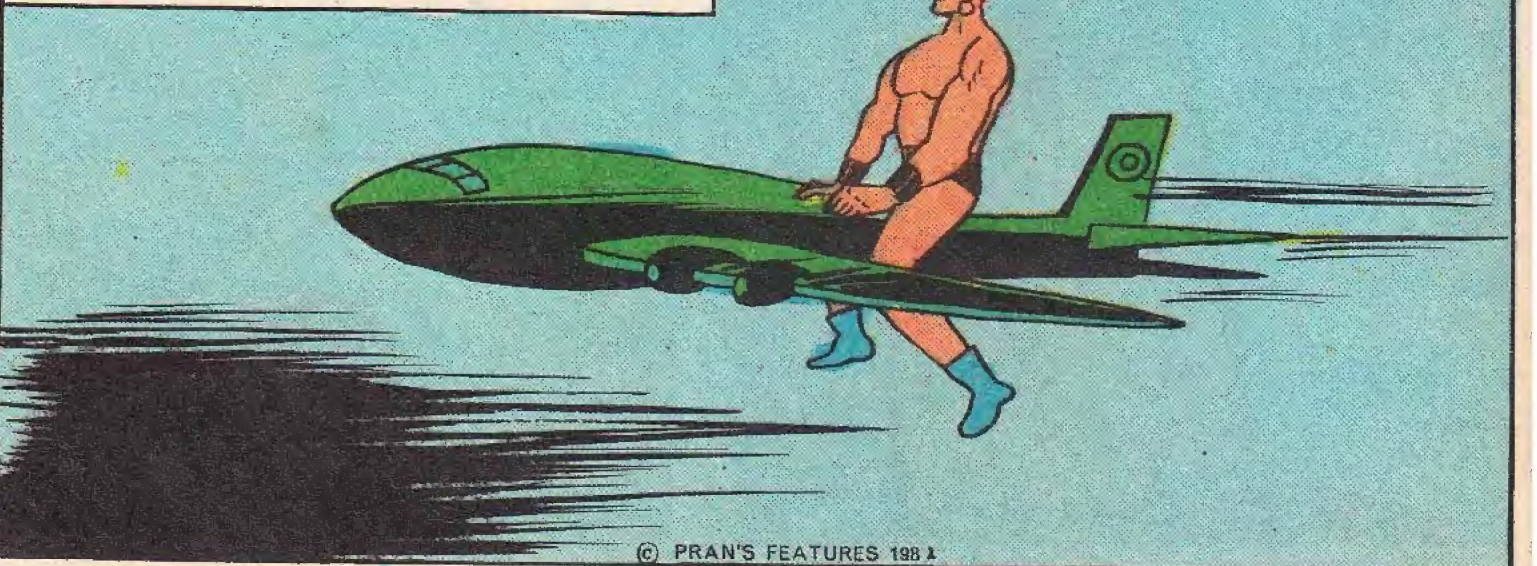
অন্য রাষ্ট্রসংঘের মেক্রেটরী জেনারেল  
চাচাচৌধুরী কে ফোন করলেন।



মেক্রেটরী মাহেব! আমি রাক্ষার সম্মুখে যাবের-  
কান্ডে পড়েছি, রাক্ষকে এমন বেথায় পাওয়া যাবে



চাচাচৌধুরী আর মাহু প্লেনে মাইবেরিয়ার  
দিকে রওনা হলেন।





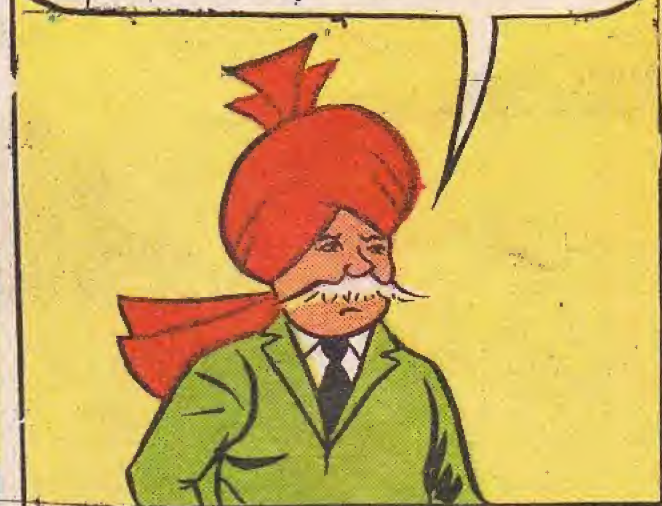
সাইবেরিয়া

সাবু এটা ঠান্ডার দেশ। জেহা  
শীত বসছে না তো?

না, আপনি তো জানেন  
আমি জুপিটারের  
বাসিন্দা।



প্রথমবার যখন রাবগর বিষয় অবরের কাগজে  
বেরিয়েছিল, এমনই আমি বুকেছিলাম যে  
চক্রমাচার্যের অদ্ভুত আরব ওর হাতে পড়বে



কিন্তু এমন একজনের সঙ্গে লড়াই যাওয়া যাকে  
আমরা মাঝেই পারবোনা, এটা জেনিজেদের মর  
ডেকে আনা।

কিন্তু আহলেও চাচাজী, কোনও  
উপায় তো বের করতেই হবে।



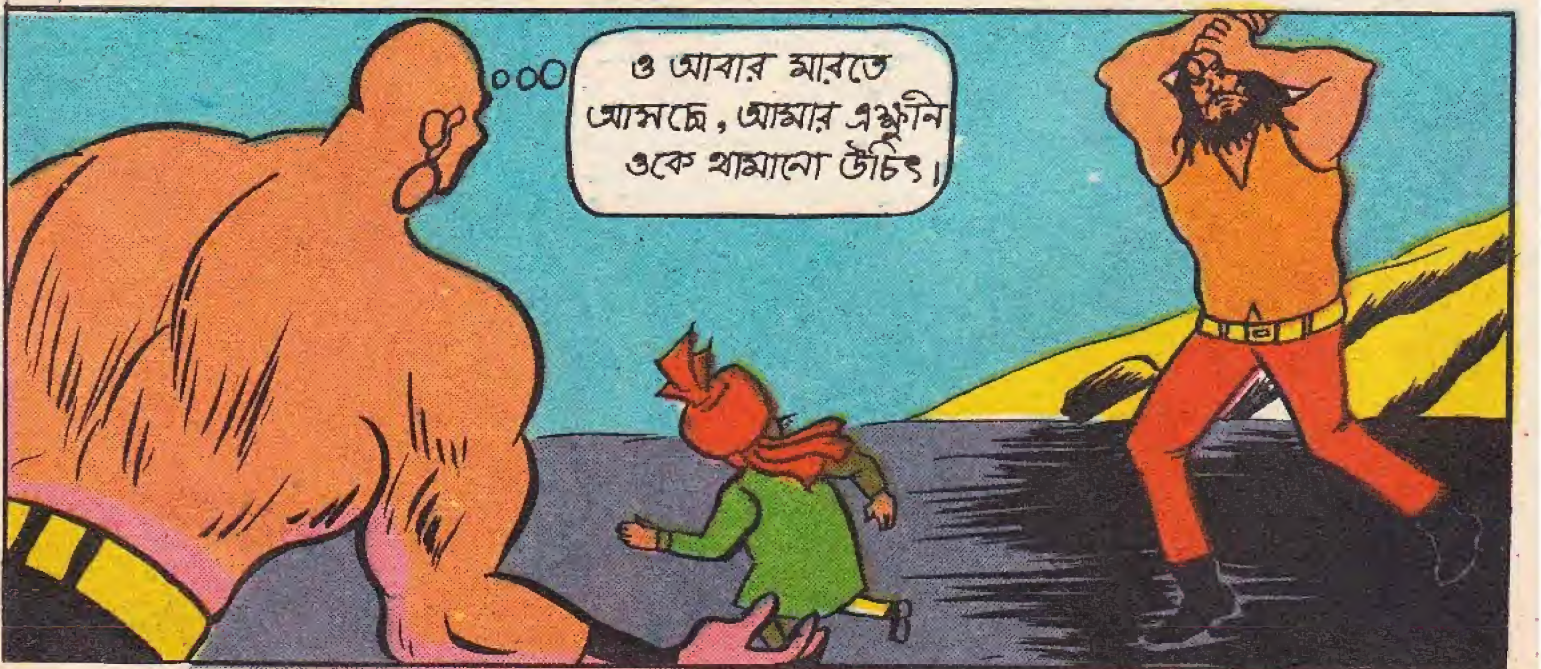
এ আমি ঠিক দেখছি তো? চাচাচৌধুরী আর সাবু  
আমার খুব ভাল হয়ে গেছে, সবের আগেই এদের  
অঙ্কনকে আমার ছোরে ফেলা উচিত ছিল।



চৌধুরী! সাবু! তাজাতি ঠিক কর  
জেহাদের হুজনের মাঝে কে আগে মরবে









আরু মাঝখানে  
একো আঘাত  
নিজের হাতের  
উপর নিল।

খটখা

যা আমার বুড়ুলট



যতক্ষণে রাগ নিজেই আমলানো  
মোই ফাঁকে চাচাজী পকেট থেকে একটা  
নসকা গুড়োর প্যাকেট বের করলেন।

মুদি বলছিলেন  
এটা খুব ঝান হবে।



আমার বুড়ুল  
জানলে কি হবে,  
আমি তাদের ছাড়  
মটকেও মারতে  
পারি।





রাক্ষা কাছে আমতেই।



আমার চোখ গেল!

কিছু দেখতে পাচ্ছি না!



রাক্ষা কাছের  
জলস্রোতের  
দিকে গেল।



হাঃ হাঃ আমরা রাক্ষসর অর্ধেক তেজ  
নষ্ট করে দিয়েছি।



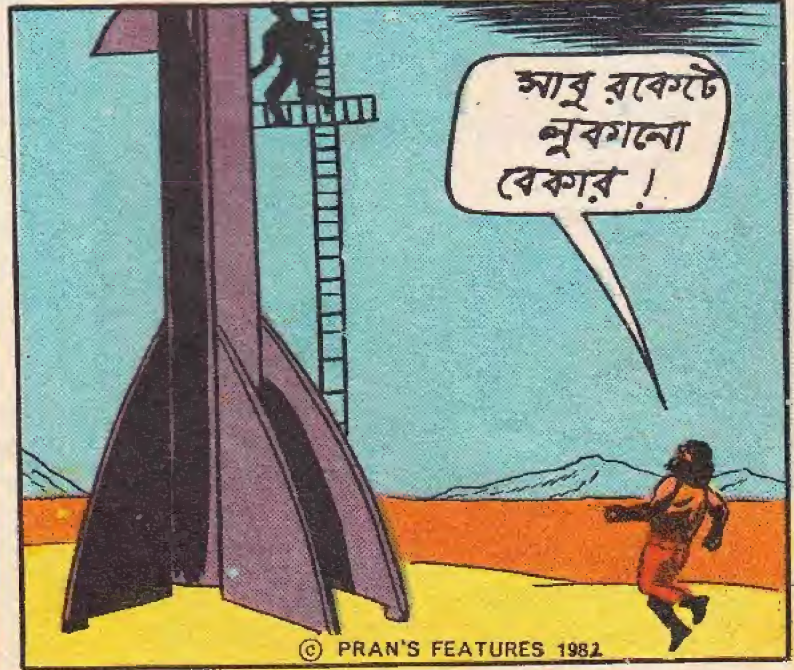
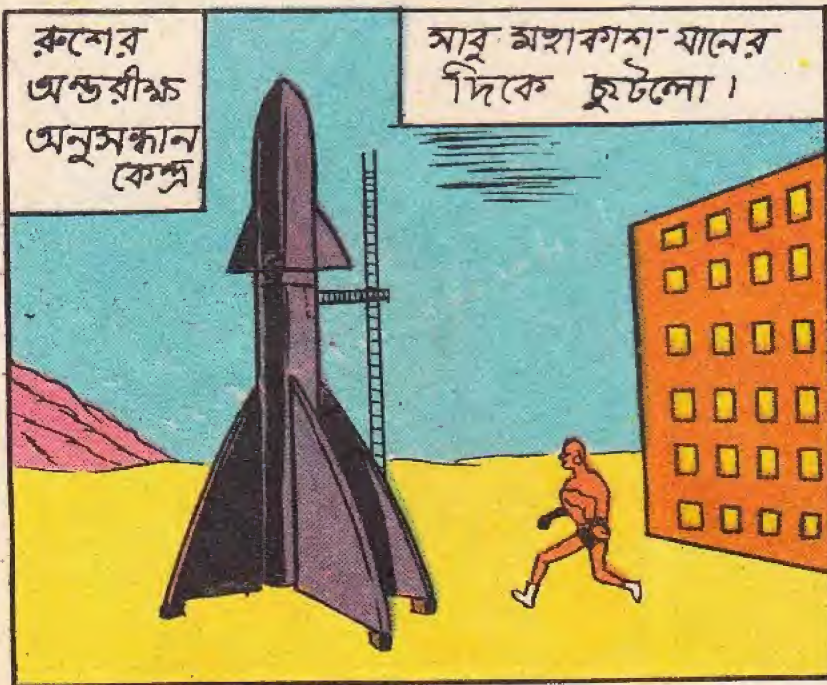
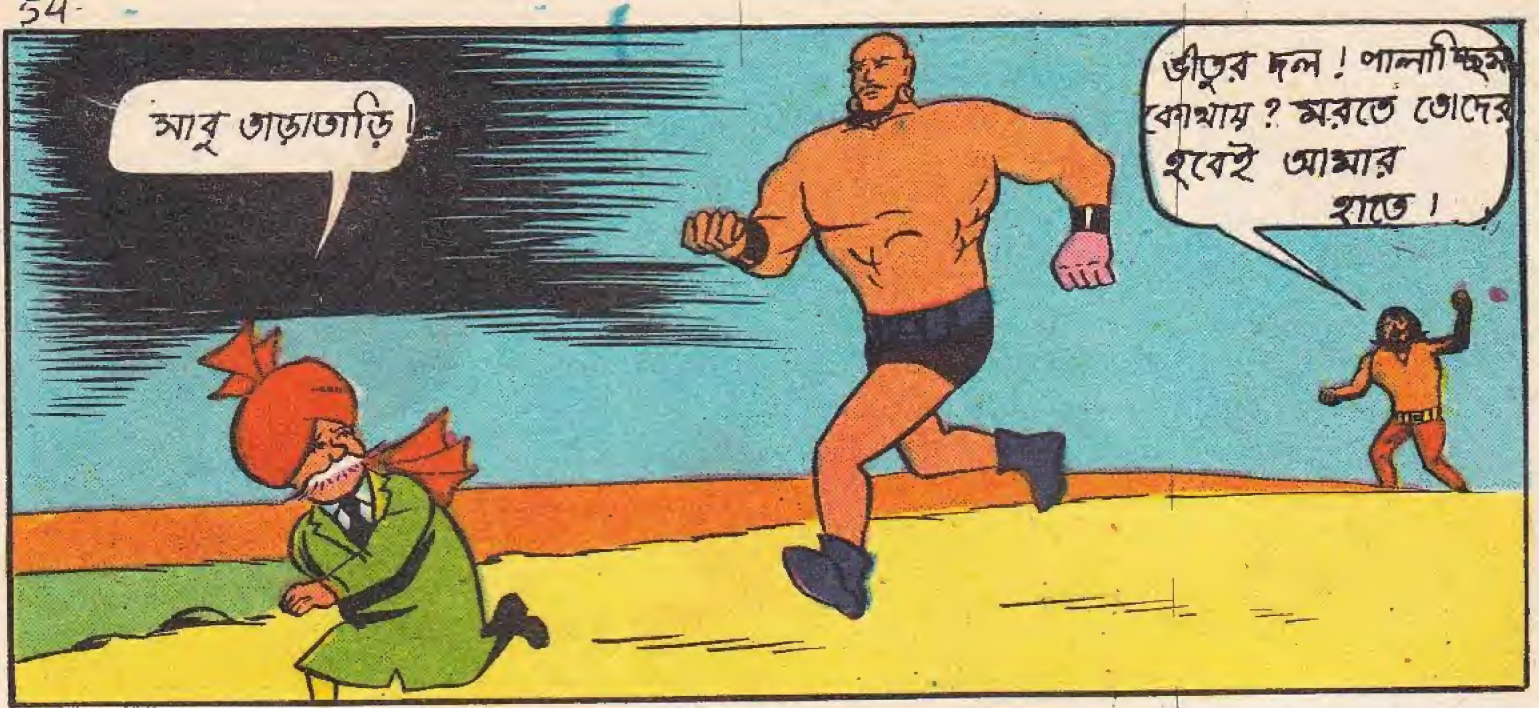
না সারু! ও জল থেকে বেরিয়ে  
আমার আগেই আমাদের পরের  
পায়তাজা করতে হবে।





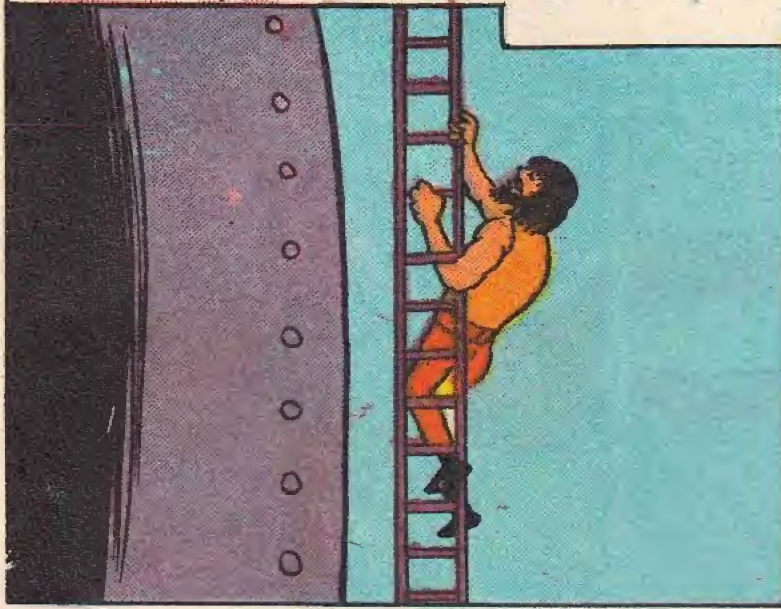




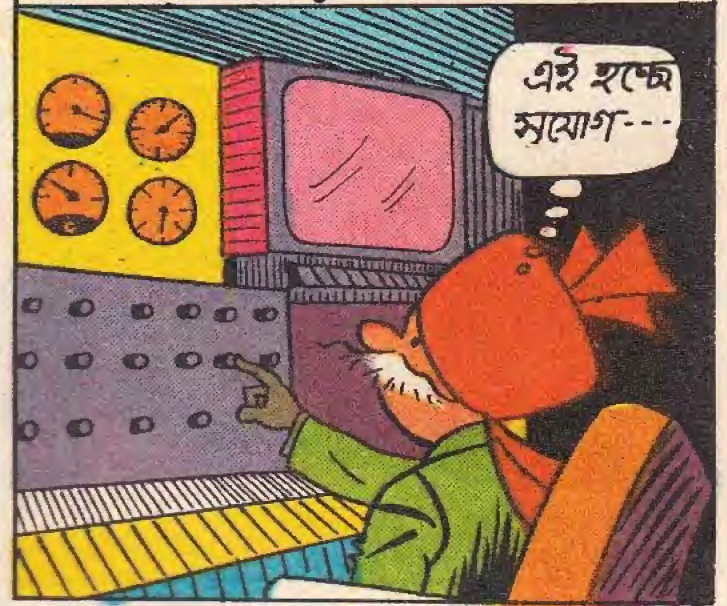




রাগে এক হুয়ে রাকগ রাবের্টে চড়ে গেল।

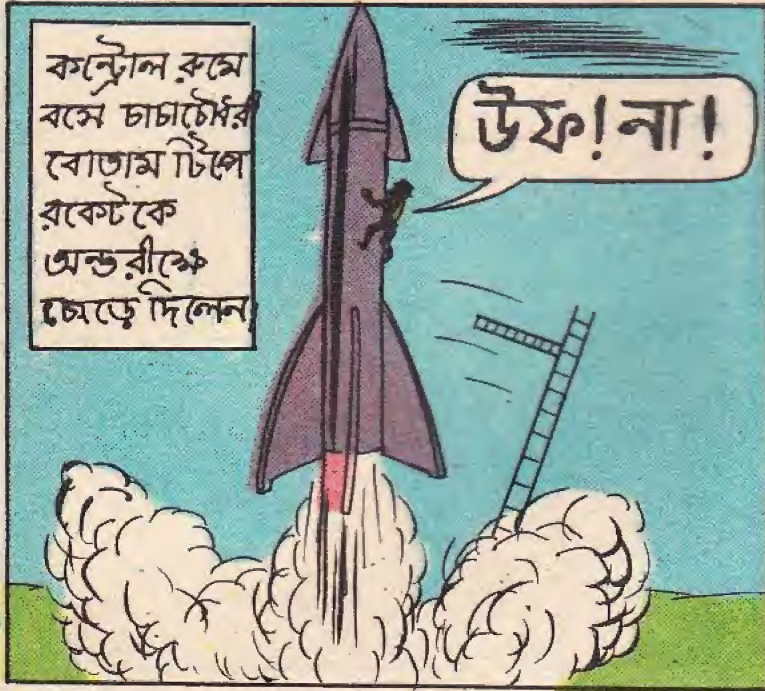


ওদিকে কন্ট্রোল রুম।



কন্ট্রোল রুম  
বমে চাচাচের  
বোতাম টিপে  
রকেটকে  
অন্তরীক্ষে  
ছেড়ে দিলেন।

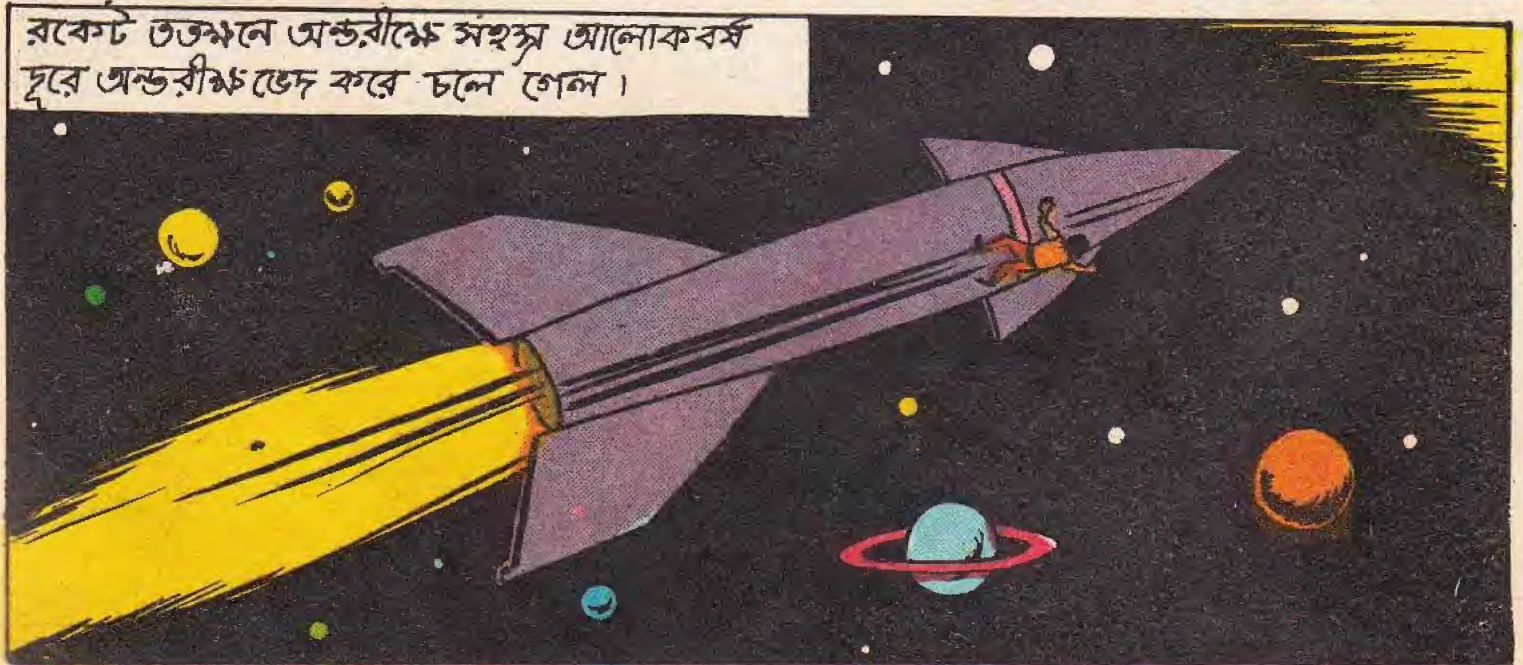
উফ! না!



এই সমস্তু ওই  
ছাঁচো চাচাচেরীর  
চাল।

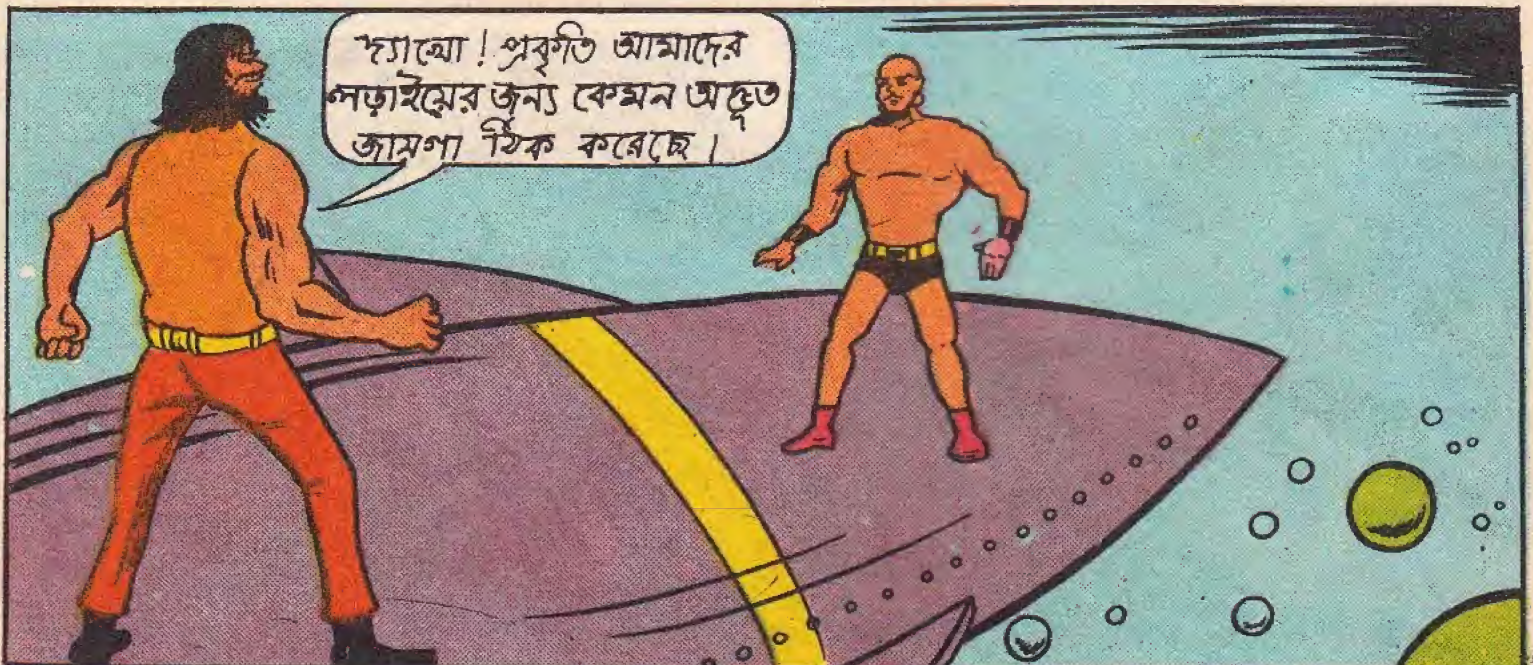
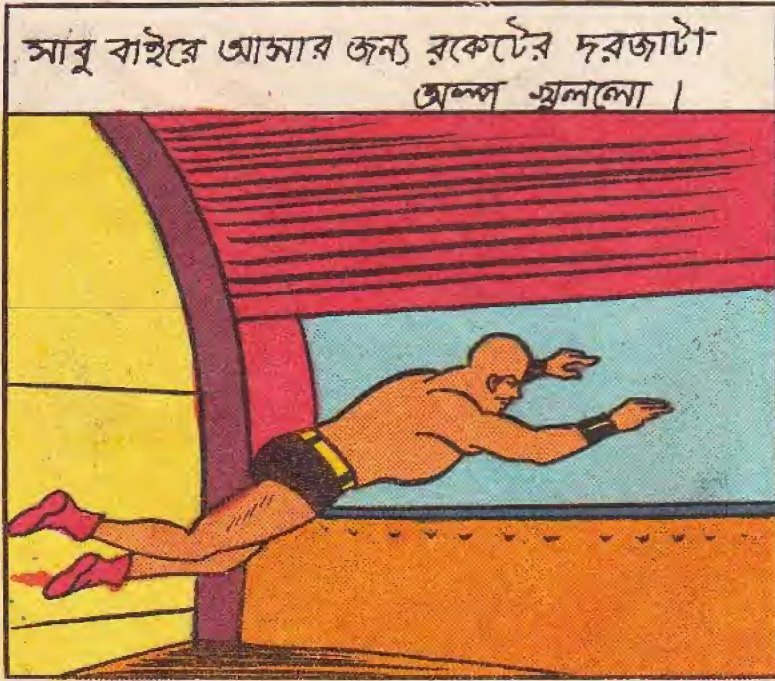


রকেট ততক্ষণে অন্তরীক্ষে সহস্র আলোকবর্ষ  
দূরে অন্তরীক্ষ ভেদ করে চলে গেল।

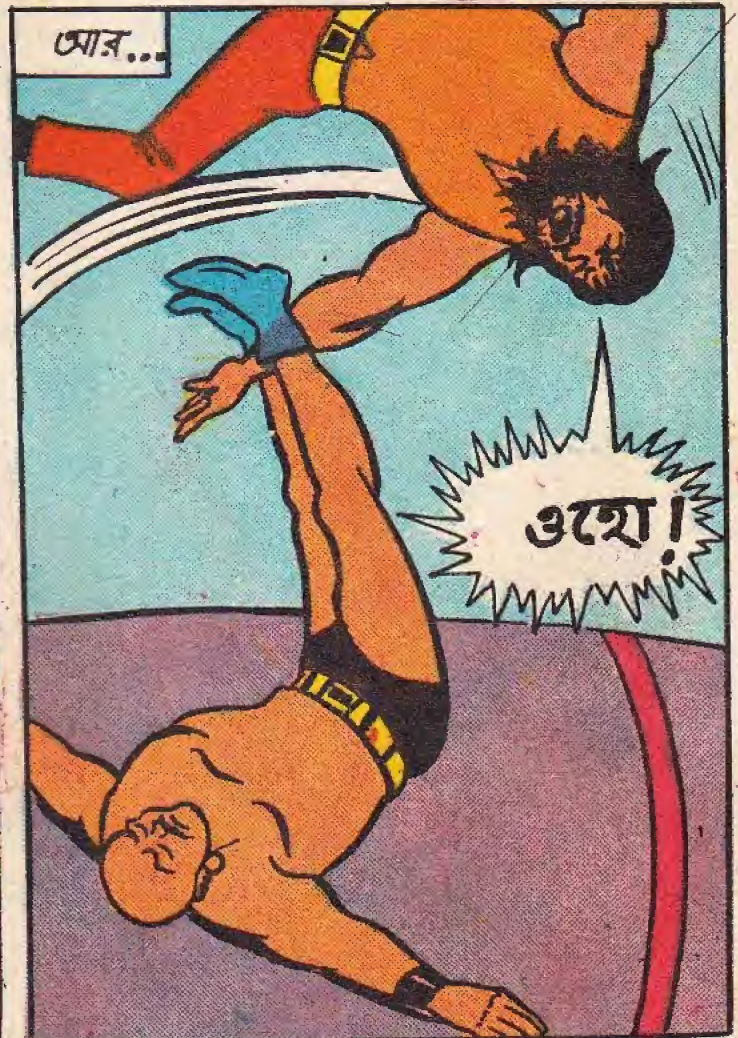
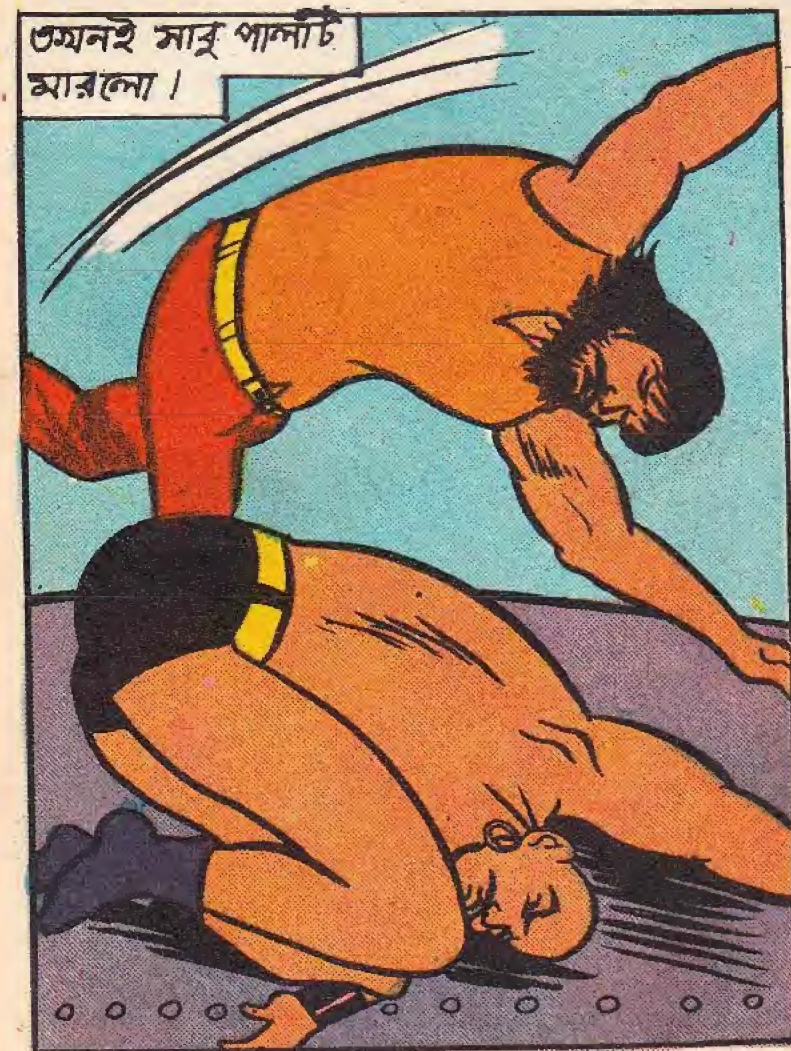




রকেটে বসে মারু পৃথিবীতে চাচাচৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলো।



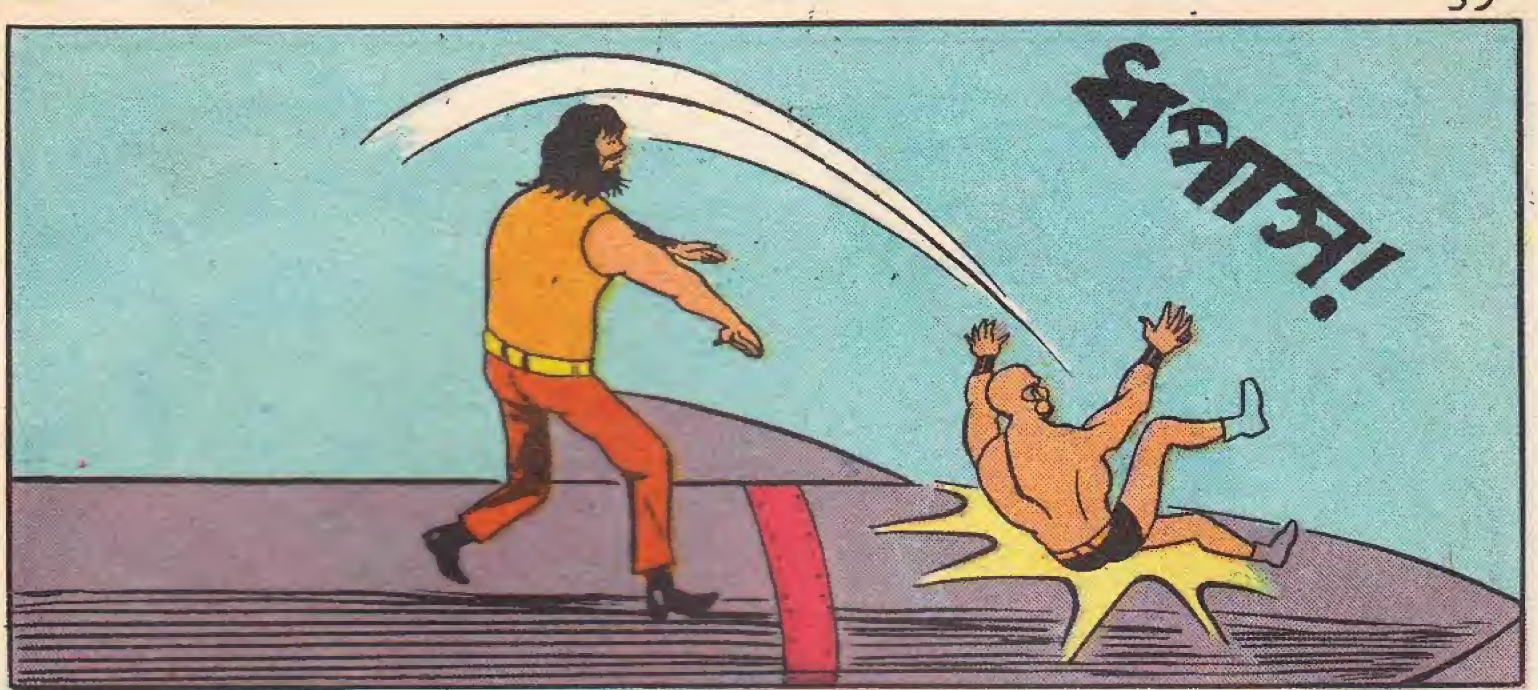












সাবুর রাগে পাগল হ'য়ে উঠলো।

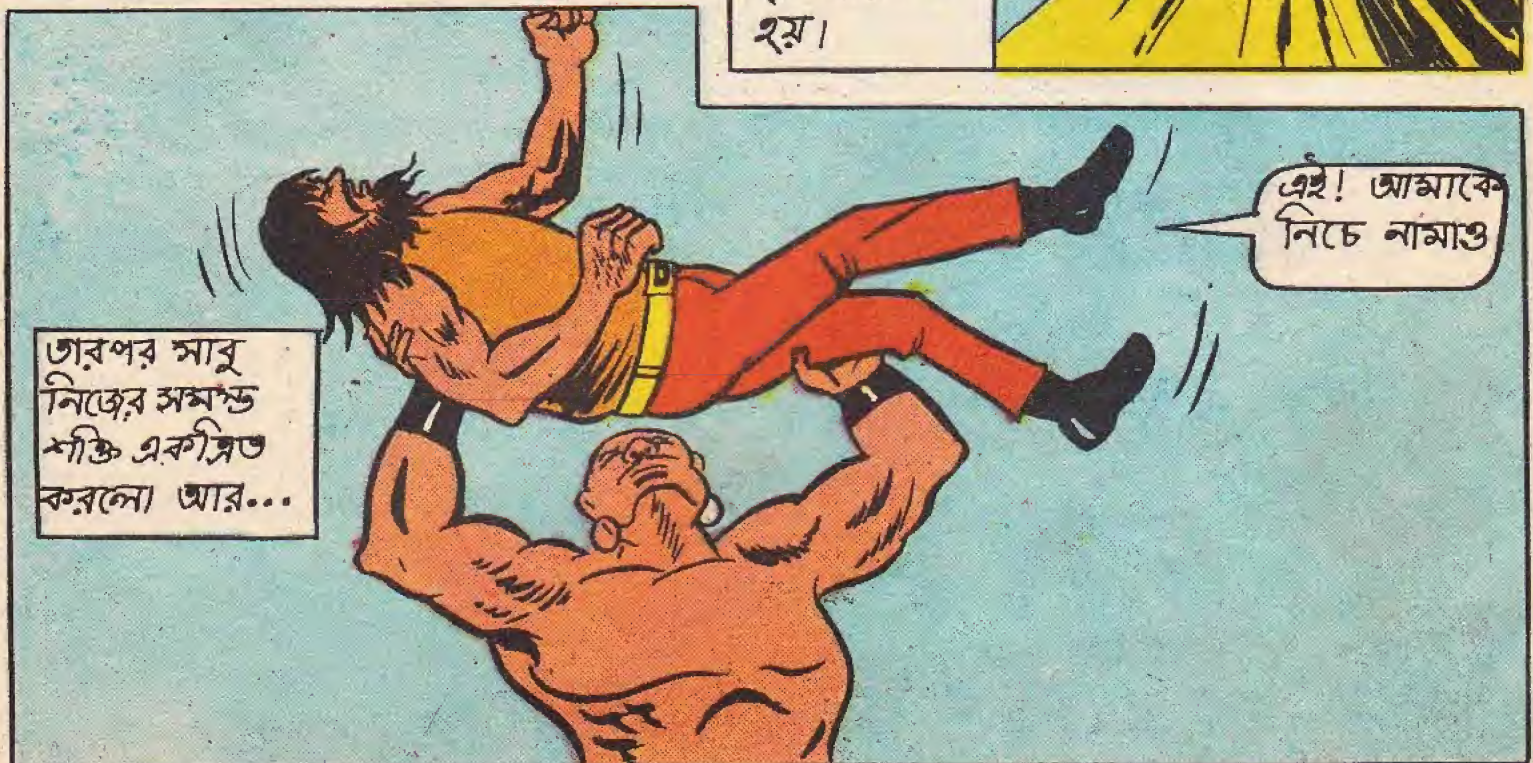


আর পাশের ✨  
কোনও গৃহে  
আগ্নেয়গিরি  
ফেটে গেলো।



সাবুর রাগ  
হ'লে এরকম  
হয়।

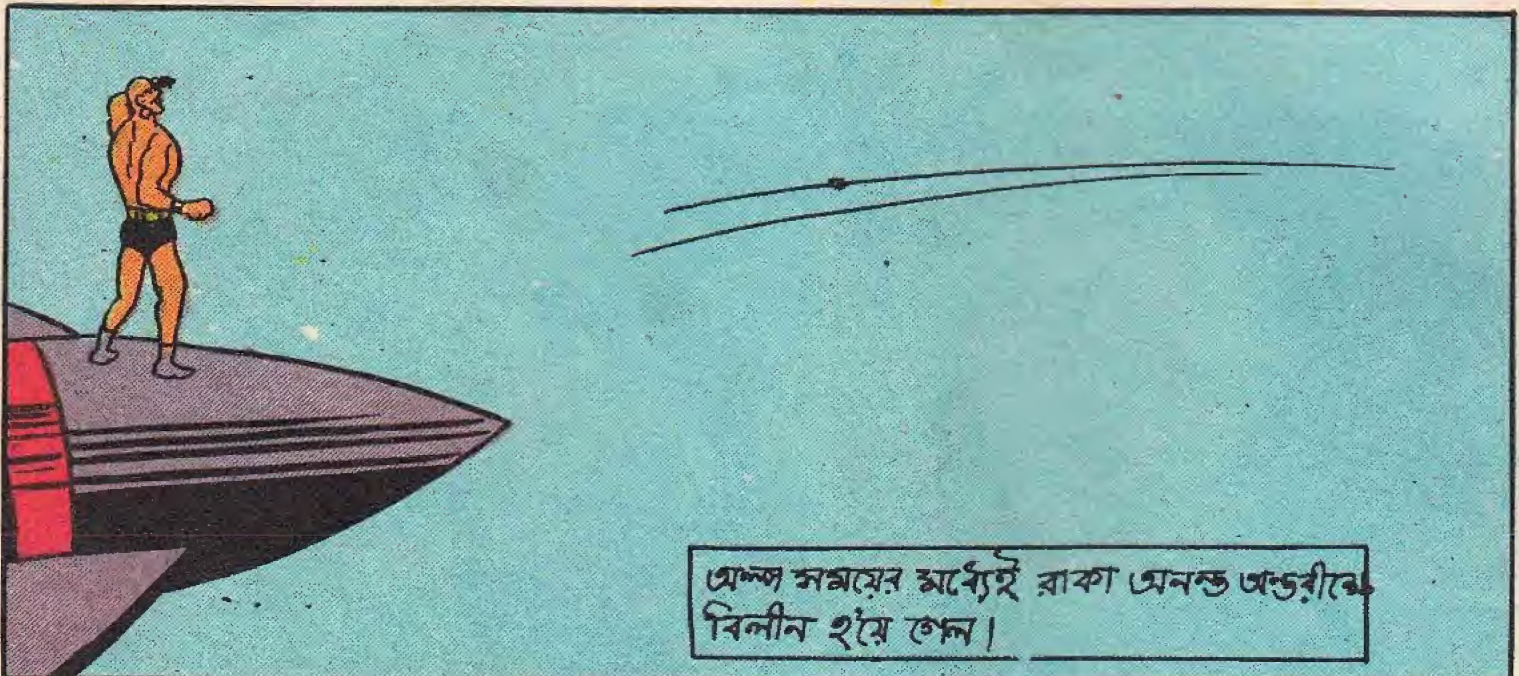
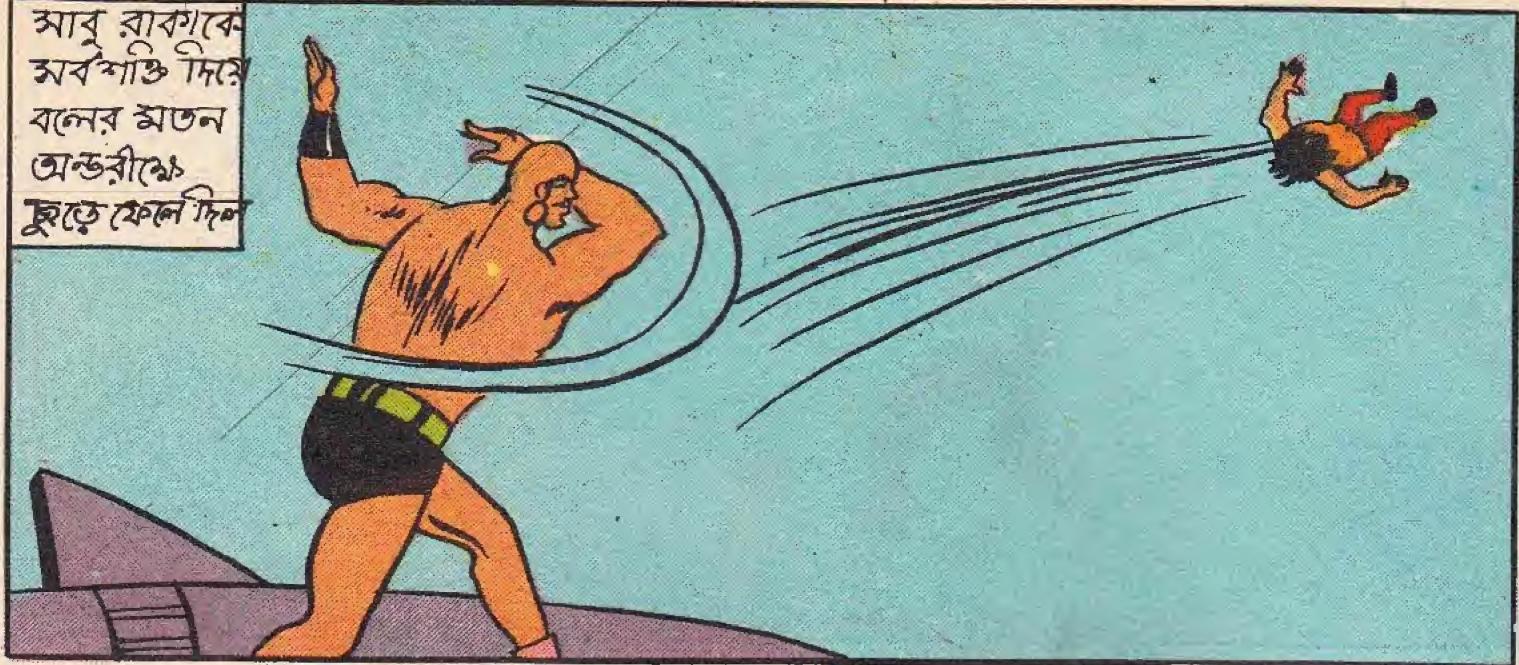
তারপর সাবু  
নিজের সমস্ত  
শক্তি একত্রিত  
করলো আর...



এই! আমাকে  
নিচে নামাও



মারু রাবণকে  
অবশিষ্ট দিয়ে  
বলের ঈশ্বর  
অন্তরীক্ষে  
ছুড়ে ফেল দিল

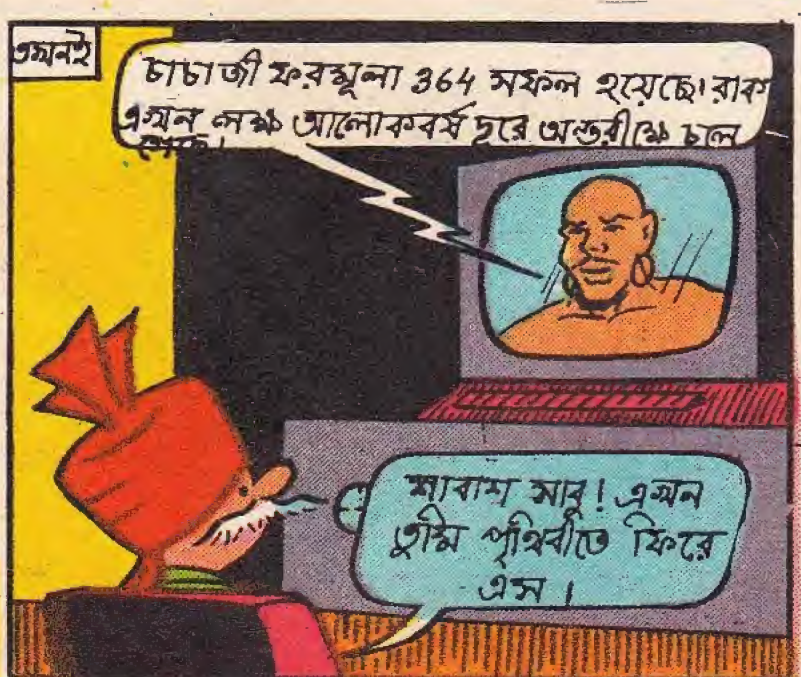


গোল্ড সন্নয়ের মাঝেই রাবা অনন্ত অন্তরীক্ষে  
বিলীন হয়ে গেল।



পৃথিবীর কন্ট্রোলরুমে চাচাচৌধুরী  
উদ্বিগ্নভাবে বসে ছিলেন।

জানিনা কি  
হল হ'লো।



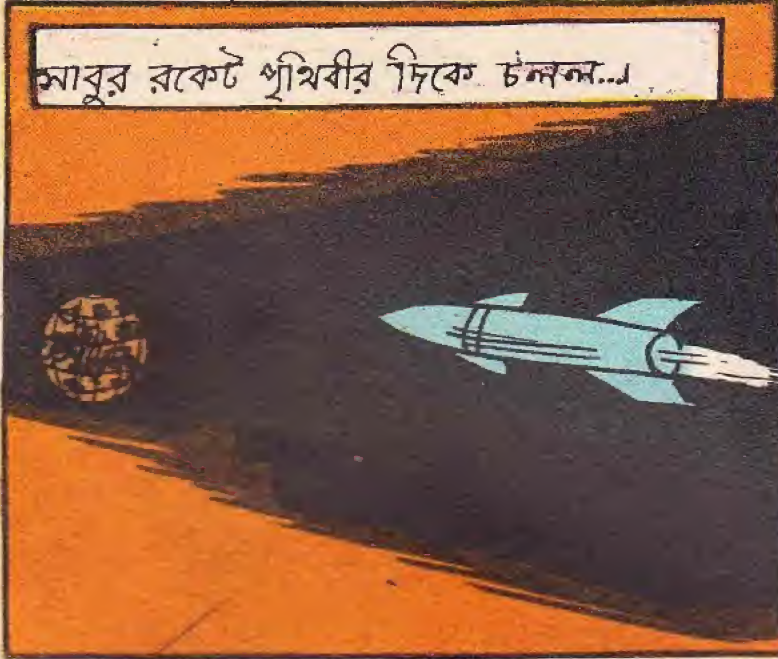
এখনই

চাচাজী ফরমুনা 364 সফল হয়েছে। রাবা  
এখন লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অন্তরীক্ষে চল  
লিছে।

স্বাভাশ মার! এখন  
তুমি পৃথিবীতে ফিরে  
এস।



মাবুর রকেট পৃথিবীর দিকে চমকল...।



আর হিন্দু মহামাগরে  
নামানো হ'ল যেখানে  
মাবুর গেলার জন্য  
নদীর ব্যবস্থা ছিল



গারের দিন স্পেস  
রিভোটিরিরা  
চাচাচৌধুরীকে  
ঘিরে ধরল।

বাকার আতঙ্ক  
কি পৃথিবী থেকে  
কম হয়ে গেল?

রাকা কি  
মরে গেছে?

রাকা  
বেগমায় গেল

আরে ভাই, একপ্রক  
জন করে প্রসন্ন  
বর।



রাকা কি  
মরে গেছে?



না, কেননা ও চক্রমাচার্যের তৈরী অদ্ভুত  
আরক ঘেয়েছিল, কাজেই ওকে মারা সম্ভব  
ছিল না। ওকে লম্বা আলোকবর্ষ দূরের  
অন্তরীক্ষে ফেলে দেওয়া হয়েছে।





